www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

ব্রাত্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী দর্শন

আটের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৪ অগ্রহায়ণ – ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ ঃ ২১ নভেম্বর – ২৭ নভেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 4, 21 November - 27 November, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বিপদ হলে ...

হঠাৎ ভূকম্পন হলে কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে তারই এক মহড়া অনুষ্ঠিত হল আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক কার্যালয় চত্বরে গত ১৯ নভেম্বর। যোগ দেয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা শাখা ও ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি। সামিল হয়েছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীর হেলিকপ্টারও। – নিজস্ব চিত্র

টিম মমতা থেকে বাদ মদন?

পার্থসারথি গুহ

গত বছর অর্থাৎ ২০১৪–র শেষ লগ্নে তাঁর জেল গমন হয়েছিল। আর ২০১৫–র নভেম্বরে ফের প্রত্যাবর্তন ঘটল সেই কারাগারেই। কি বলা যাবে মন্ত্রী মশাইয়ের থুরি সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রীর হাজতবাস নিয়ে। পরিহাসের ছলে হয়তো বলা যেতে পারে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। কিন্তু মদন মিত্রের জেলযাত্রা পর্ব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার থেকেও শাসক দলের মতিগতির গ্রাফটা কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এই ক্ষেত্রে। সারদা কান্ডে অভিযুক্ত হয়ে যখন মন্ত্রীমশাই প্রথম বারের জন্য জেলে যান তখন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পথে নেমেছিল পুরো দল। একাধিক মন্ত্রী, ক্রীড়াবিদ, সাংস্কৃতিক জগতের তারকা থেকে আম তৃণমূল কর্মী সকলের মুখে শ্লোগান শোনা গিয়েছিল বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রেই মদনবাবুকে হাজতে যেতে হয়েছে। ধর্মতলায় এ জন্য টানা অবস্থানে বসেছিল টিম তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর মামলা চলাকালীন বারংবার দেখা গিয়েছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ আইনজীবীরা তৎকালীন মন্ত্রীকে ছাড়াবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করছেন। মদন মিত্রের সেই হাজত পর্বের সময় খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও মন্ত্রীর প্রতি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট ছলাকলার অভিযোগ করেছিলেন।

এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। বিগত এক বছর মদন মিত্র জেল হাজত ফাঁকি দিয়ে কেন হাসপাতালে রয়েছেন তা নিয়েও বিস্তর চর্চা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং গণমাধ্যমের নিয়মিত খাদ্য হয়ে উঠেছিল এই মদন পর্ব। যদিও জেলবন্দি মদনবাবুর মতি খানিকটা পাল্টাতে শুরু করতেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। মদন ঘনিষ্ঠ মহল এবং চারপাশ থেকে শোনা যেতে থাকে তাঁর গোঁসার নানা গল্প। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী কেন তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছেন না বা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না এই নিয়ে ক্ষোভ উগরেও দেন তিনি। ততদিনে অবশ্য বিজেপি বিরোধিতার উচ্চ ফলক থেকে নিচে নামতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় রাজনীতির লাইন। বিভিন্ন বিল পাশ থেকে শুরু করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় তৃণমূলকে। তাও এমন একটা সময় যখন সব বিরোধীরাই কার্যত একজোট হয়ে কেন্দ্র বিরোধিতার উচ্চগ্রামে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা পন্ড করে দিচ্ছেন।

তৃণমূলের পন্থা বদল নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করতে থাকেন যে সারদা কান্ড থেকে বাঁচতেই মমতাদেবীর দলের এই নয়া ছক। যার জেরে বহু দুর্দিনের সঙ্গী মদন মিত্রের হয়ে দাঁড়াতে আর দেখা যাচ্ছে না তাঁর নিজের দলকে। অনেকে ব্যাঙ্গ করে এও বলতে থাকেন এই হল তৃণমূলের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থান। যেখানে পুরনোদের থেকেও নতুনদের রমরমা অনেক বেশি। অনেকটা লাল তৃণমূল আর সবুজ তৃণমূল লড়াইয়ের মতোই মদন পর্বে ঘাসফুল দলে দ্বিচারিতার রাজনীতি দারুণ ভাবে প্রকটিত হয়েছে। নতুন এই রসায়ন অনুযায়ী তৃণমূলের অধুনা ম্যানেজমেন্ট থেকে বাদ পড়েছেন মদন। অনেকটা বাড়ির পুরনো আসবাব পত্রের মতো তাঁকে মানে মানে বিদায় দেওয়ার পথে দল। তাও নিম্ন আদালতের ফাঁক গলে মদন মিত্র কদিনের জন্য জামিন পাওয়ার পরে দলের হয়ে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ভবনে বসে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশে ফের মদনবাবুর কারাবাসের ডামাডোলের পর থেকে কোনও তৃণমূল নেতা বা মন্ত্রীকে কিছু বলতে শোনা যায়নি।

বলাবাহুল্য তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশেই এই ফরমান বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাম্প্রতিক অতীতে এবং তার আগের স্মৃতিচারণ করলে বর্তমান শাসক দলের সুবিধাবাদী রাজনীতি এবং রং বদলের অনেক ছবি সামনে আসবে। জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গে থাকা প্রয়াত অজিত পাঁজার সঙ্গেও একটা সময় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহি–নকুল সম্পর্ক ঘনিয়েছিল। দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় পর্বটাও যথেষ্ট মসৃণ ছিল না। আরও এক বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দলে কার্যত 'দুয়ো রানির' মতো ব্যবহার পাচ্ছেন। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে গেলেও একসময় তৃণমূলের অন্দরে মাঠ–ময়দান ভরানোর জন্য 'সুভাষ চক্রবর্তী' হিসেবে খ্যাত মদন মিত্র আপাতত যে ব্যবহার দল বা সর্বোচ্চ জায়গা থেকে পাচ্ছেন তা কী কাম্য? এই প্রশ্নের কুহেলিকা এখন শীতের আমেজের পাশাপাশি উষ্ণ করে তুলবে রাজ্যের রাজনৈতিক পটচিত্রকে।

নার্সের শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত নেতাপুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক সরকারি নার্সকে রাতের অন্ধকারে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার ছেলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুলপিতে। ঘটনায় কুলপির তৃণমূল নেতা কৃত্তিবাস সর্দারের ছেলে সুকান্ত সর্দারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সুকান্ত পেশায় আইনজীবী। নির্যাতিতাকে কুলপি ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটিকে তাঁর এবং পরিবারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলছেন কৃত্তিবাস। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। ধৃতকে বুধবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের এএনএম নার্স কুলপিবাজার এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য জমি কেনেন। এই জমির পাশেই বাড়ি তৃণমূলের ব্লক নেতা কৃত্তিবাসের। তৃণমূল নেতা চেয়েছিলেন এই জমিটি কিনতে। কিন্তু জমির মালিক রাজি ছিলেন না। পরে জমি পাওয়ার জন্য আদালতে যান নেতা। আইনি লড়াইয়ে জিত হয় নার্সের।

এরপর টালির ছাউনি দেওয়া বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন ওই নার্স। স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে বাড়ি তৈরি করতে গিয়েও বাধা পান ওই নার্স। বাড়ির ভিত পর্যন্ত তৈরি হওয়ার পর তৃণমূল নেতা প্রভাব খাটিয়ে বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দেন। নার্স স্থানীয় কুলপি থানায় একাধিক জিডি করেছেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। এই বিরোধ চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে। মঙ্গলবার রাতে ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরেন ওই নার্স। তারপর বাড়ির পাশের শৌচাগারে যান। অভিযোগ, এই সময় অন্ধকারের মধ্যে জনা তিনেক যুবক অতর্কিতে নার্সের মুখ চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইসময় নিজেকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচাতে চিৎকার করতে থাকেন বছর আটত্রিশের নার্স। নার্স ও দুষ্কৃতীদের মধ্যে টানা হ্যাঁচড়া চলতে থাকে।

সেইসময় বাড়িতে থাকা নার্সের এক বোন বেরিয়ে আসেন। তিনি দিদিকে বাঁচাতে দুষ্কৃতীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেইসময় দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। কিন্তু সুকান্তকে ধরে ফেলেন দুই বোন মিলে। ততক্ষণে এলাকার বেশ কিছু মানুষ এসে হাজির হয়ে যান ঘটনাস্থলে। সুকান্তকে আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সুকান্তর গ্রেপ্তারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে সুকান্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নির্যাতিতা নার্সকে ভর্তি করা হয় কুলপি হাসপাতালে। ঘটনার পর অভিযুক্ত সুকান্তর বাবা কৃত্তিবাসের সাফাই, 'আমার এবং আমার পরিবারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন এই নার্স ও তাঁর পরিবার। পুরো ঘটনাটি সাজানো।' জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনায় বাকিদের খোঁজ চলছে।' অভিযুক্তের আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, 'অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। অভিযোগের সারবত্তা নেই।'

শিক্ষার নামে প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার শিক্ষক

মেহেবুব গাজি

বিএড কোর্স করানোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত শিক্ষক পঙ্কজকুমার দাসকে শনিবার রাতে ডায়মন্ডহারবারের সরিষা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত শিক্ষককে রবিবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪০৬ ও ১২০ বি ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ডায়মন্ডহারবারের মাধবপুরের বাসিন্দা পঙ্কজ মন্দিরবাজারের রত্নেশ্বরপুর মোহিনী মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের শরীর শিক্ষার শিক্ষক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১১ সাল থেকে পঙ্কজ ভিন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দূর শিক্ষার মাধ্যমে কম টাকায় বিএড কোর্স করার জন্য স্থানীয় সরিষাতে একটি অফিস খুলে বসেন। সংবাদপত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় হোর্ডিং দিয়ে বিজ্ঞাপন করতেন তিনি। 'ব্রতচারীমণ্ডলীর' নাম করে রসিদ কাটতেন পঙ্কজ। প্রতারিত পড়ুয়াদের অভিযোগ, ভর্তি করানোর সময় পঙ্কজ ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে বলে দাবি করেছিলেন।

২০১৩ শিক্ষা বর্ষে একইভাবে রাজস্থানের যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড কোর্স করানোর নাম করে টাকা নিয়েছিলেন পঙ্কজ। সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পড়ুয়ারা পঙ্কজের ফাঁদে পা দিয়ে জাল সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। জাল সার্টিফিকেটের কথা জানানানি হওয়ার পর থেকে বাকি পড়ুয়ারা পঙ্কজকে চেপে ধরেছিলেন। সেই থেকে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে অভিযুক্ত শিক্ষক। ইতিমধ্যে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে অন্তত ৫২ জন পড়ুয়া যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড করার জন্য ৬০ হাজার টাকা করে পঙ্কজকে দিয়েছিলেন। কয়েক মাস আগে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁদের নামে কোনও টাকা জমা পড়েনি। ততদিনে পঙ্কজ গা ঢাকা দিয়েছেন। গত শুক্রবার ১০ পড়ুয়া ডায়মন্ডহারবার থানায় পঙ্কজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ পঙ্কজের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। প্রতারিত পড়ুয়া কৌশিক বৈদ্যের অভিযোগ, আমাদের বলা হয়েছিল যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড কোর্স করিয়ে দেবেন। সেইমত ৬০ হাজার করে টাকা আমরা পঙ্কজ স্যারকে দিই।

কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়ে জানতে পারি আমাদের নামে কোনও টাকা জমা পড়েনি। এমনকি ২০১৩ সালে বিএড–র জাল সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন এই শিক্ষক। পুলিশ পঙ্কজকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই প্রতারণা চক্রটি বেশ বড়সড় বলে পুলিশের অনুমান। কারণ প্রতারিতরা মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলির বাসিন্দা। ইদানীংকালে এই ধরনের বেশ কিছু অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন থানায় জমা পড়েছে। সেই অভিযোগগুলোর সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ আছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে চাইছে তদন্তকারীরা।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অন্যান্য বিদেশ সফরের মতো এবারেও ব্রিটেনে গিয়ে সাড়া ফেলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে দেশের সরকার মোদির ভারতকে নিয়ে উৎসাহিত। প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন রানি এলিজাবেথের সঙ্গেও।

রবিবার : সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আক্রান্ত প্যারিস। অন্ধকার আইফেল টাওয়ার। নিহত–আহতের সংখ্যায় দিশেহারা ফ্রান্স। জারি হল জরুরি অবস্থা। এরপর শিক্ষা দিতে সিরিয়ায় জোরদার হল ফরাসী হানা। পশ্চিম এশিয়ায় ফের যুদ্ধের বাতাবরণ।

সোমবার : খোদ কলকাতার কলুটোলা থেকে গ্রেফতার পাকিস্তানি চর আখতার খান। প্যারিস নিয়ে যখন চারিদিকে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তার মধ্যে আখতারের গ্রেফতার কলকাতায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে। ধরা পড়েছে তার ভাই জাফর খানও।

মঙ্গলবার : বাংলা জুড়ে যখন শীতের আমেজ লাগছে তখন তামিলনাড়ু জেরবার বৃষ্টি বন্যায়। ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন ৭০ জন। চলছে টানা ভারি বৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছে সেনা।

বুধবার : ফের মাতৃভূমি নিয়ে ধুন্ধুমার। এবার হাওড়া লাইনে। অভিযোগ এক মহিলা কনস্টেবল ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছেন এক যুবককে। মৃত্যু হয়েছে তার। মহিলা কনস্টেবলও রক্ষা পাননি। বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে।

বৃহস্পতিবার : হবে হবে করেও ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো আর এগোচ্ছে না। নানা টালবাহানা। বিকল্প প্রস্তাব, বৈঠক কিছুতেই শিকে ছিঁড়ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফের এক দফা বৈঠক হয়ে গেল মেট্রো রেল, পরিবহন দফতর ও পুলিশের।

শুক্রবার : কলকাতা হাইকোর্টে জামিন নাকচ হয়ে ফের জেলে গেলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। এবার অবশ্য প্রাক্তন মন্ত্রী তকমায়। দিনভর নানা ঘটনার ওঠা পড়ার পর প্রায় রাত ১২টা নাগাদ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গরাদের পিছনে গেলেন মদনবাবু।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সিরিয়ান মিছিলে একাকার বাঙালির হৃদয়

ওঁকার মিত্র

ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা বাঙালি ছাড়া আর কেই বা ভালো বোঝে! লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা শিকড়হীন সিরিয়ানদের মিছিলে মিলে যায় জাতিদাঙ্গায় ভিটে হারা উদভ্রান্ত ওপার বাংলার সেইসব মানুষের হৃদয় যাদের শিকড় কেটে দিয়েছিল কিছু ক্ষমতালোভী মানুষের আকাঙ্খার শাণিত ছুরি। অথচ তারাই আজ দেশ গৌরব বলে চিহ্নিত। শরণার্থী, উদ্বাস্তু তকমা আঁটা লক্ষ লক্ষ মানুষের তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া জীবন–যৌবনের কঙ্কালের উপর গড়ে উঠেছে এদের প্রতিষ্ঠার সৌধ। সেটা ছিল ৪০–এর দশক। আজ বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে। মানুষ গ্রহ–গ্রহান্তরের মাটির সন্ধান করছে। কিন্তু সেই লোভ–বিদ্বেষ ছিন্নমূল মানুষের মিছিল জাগাতে আজও সমান কার্যকর। এক হিসেব বলছে ইতিমধ্যে ৭.৬ মিলিয়ন সিরিয়ান বাস্তুহারা হয়ে দেশের মধ্যেই মাটি খুঁজছে আর ৫ মিলিয়ন দেশ ছেড়ে আশ্রয় খুঁজছে তুরস্ক, লেবানন, জর্ডন, ইরাক, মিশর ও কুয়েতে। খাদ্য ও পানীয় জলের তীব্র জ্বালাকে সঙ্গী করে কয়েক হাজার প্রাণ পাড়ি দিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এদের বেশিরভাগই জানে না কি তাদের অপরাধ, কেন তাদের নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে হল। শুধু সিরিয়ান হওয়ার অপরাধেই কি তারা আজ নিরাশ্রয়? দুঃখে কাতর হয়ে পৃথিবীর বিপুল শক্তিধর দেশ যারা সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করছে তার কর্ণধাররাও এর উত্তর দিতে পারে নি। ওপার বাংলার ছিন্নমূল বাঙালির একই প্রশ্নের উত্তর যেমন আজও দিতে পারে নি এদেশের শাসকরা।

চার বছর ধরে চলা, সিরিয়া সংকটের এটাই বাস্তব। আর সবই চলছে পরিকল্পনা মাফিক। সিরিয়া সরকারের বিরোধিতা দিয়ে যে সংকটের শুরু তা আজ ধর্মান্ধদের হাতে রক্তাক্ত। সিরিয়ার বুকে এখন ইসলাম দুনিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে

বিভোর হাজার হাজার যুবকের দাপাদাপি। যা থামাতে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়েছে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইতিমধ্যেই তিন লক্ষের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ২৮৯টির বেশি পর্যটনক্ষেত্র। এভাবেই ধ্বংসলীলার মাধ্যমে নাকি প্রতিষ্ঠা হবে ইসলামের শাসন! যেখানে থাকবে না কোনও শান্তি, থাকবে শুধুই হাহাকার। এর মধ্যে ফ্রান্সে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৌচাকে ঢিল মেরে সাড়া ফেলে দিয়েছে ইসলামিক স্টেটের সদস্যরা। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো রূপ নিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় এখন শক্তিধর দেশগুলির শক্তিপ্রদর্শন এক যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করেছে। যাদের লক্ষ্য ইসলামিক স্টেটকে খতম করা।

একদিকে যখন পশ্চিম এশিয়ায় অস্থির পরিস্থিতি অন্যদিকে তখন শরণার্থীদের বুক পেতে গ্রহণ করছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যার মধ্যে জার্মানি, ফ্রান্স অন্যতম। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে সন্দিহান। অনেকেই বলছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন জনসংখ্যার হার অত্যন্ত কম। কলে কারখানায় কর্মী সংকট চলছে। অযাচিতভাবে যদি ছিন্নমূল মানুষের দল ঢুকে সেই সংকট মেটায় তাতে ক্ষতি কি! শরণার্থীদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টাও চলছে বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কিছু দেশ আবার শরণার্থী গ্রহণের বিরোধী। তাদের যুক্তি শরণার্থী দলের সঙ্গে ঢুকতে পারে জঙ্গিরাও। এমনকি জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশের মানুষও এই আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে।

সিরিয়া সংকটের মধ্যে আবার তেল রাজনীতির ছায়া দেখছেন বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ। তাদের দাবি, যেভাবে তেল চুরি ও পাচার করতে শুরু করেছে ইসলামিক স্টেটের যুবকরা তাতেই ঘুম চলে গিয়েছে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের। সেই কারণেই এই সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাদের ইসলামিক স্টেট যখন তাদের শক্তি সঞ্চয় করছে তখন এইসব বৃহৎ শক্তিগুলি কোনও পদক্ষেপ করে নি কেন? অবাধে কূটনীতির আড়ালে বেড়ে উঠেছে এইসব সন্ত্রাসবাদীরা। আজ যখন তারা বাঘ হয়ে তেল দুনিয়ায় হানা দিয়েছে তখনই টনক নড়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের। ইউরোপের বৃহৎশক্তির দেশগুলির এই দ্বিচারিতা যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা অসম্ভব।

বিদেশিদের ক্রেতার ভূমিকায় পাওয়ার আশা

উৎসব মরসুম শেষে ভারতীয় বাজার দিশার খোঁজে

শুদ্ধাশিস গুহ

পুজো মরসুম শেষ। যদিও ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এখনও বাকি। এই পুজোগুলি উৎসবের রেশ ধরে রাখলেও ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিহার নির্বাচনের পর যে বিষাদঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা সহজে কাটার নয়। সব ঝেড়েফুঁড়ে বাজার সোমবার একটু বাড়লেও তা কতদিন ধরে রাখা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ বিহারে মোদি সাহেব বা তাঁর নেতৃত্বাধীন এনডিএ যে ধাক্কা খেয়েছে তা মেরামত হওয়ার আশু কোনও উপায় নেই। এর মধ্যে আবার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। আগের অধিবেশনগুলির মতো এবারেও যে বিরোধীদের চিল–চিৎকারে তা ভেস্তে যাবে না তা বলা যাচ্ছে না। অথচ এইসব হল্লার ফলে কাজের কাজ কিছুতেই করতে পারছে না সংসদ। কী নিম্নকক্ষ লোকসভা, আর কি উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা সর্বত্র ছবিটা মোটামুটিভাব এক। কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে সরকারপক্ষকে। তাতে দেশের কি ক্ষতি হল সেই ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই বিরোধীদের। অবশ্য সরকারের কিছুটা দায় যে নেই তা নয়। বিরোধীদের নিয়ে একসঙ্গে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সরকারকে।

গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি যাতে পাশ হয়ে যায় সেদিকটাও দেখতে হবে যারপরনাই উৎসাহ নিয়ে। নচেৎ এদেশ থেকে বিদেশিরা ক্রমাগত টাকা তুলে নিতে থাকবে। যতই দেশি মিউচুয়াল ফান্ড কেনাকাটা করুক না কেন? বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজার তথা অর্থনীতি যে চাপের মুখে পড়ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পরিসংখ্যান থেকে সেই চিত্র ক্রমশ পরিস্কার হচ্ছে। যে মোদি সরকারের ওপর পুরো বাজারের ভরসা ছিল, আশা করা হয়েছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা দলটি সুচারুভাবে সরকার চালাবে তা পণ্ড হতে চলেছে। এমনটা কি আদৌ হওয়ার ছিল? আর কতটা খারাপ দিকে ধাবিত হতে পারে ভারতীয় অর্থনীতি? না সোনালী কোনও রেখা এখনও রয়েছে এদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবার পক্ষে।

বিহারের সেটব্যাক নিঃসন্দেহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং দেশের অর্থনীতির ওপরে। তাও এই জায়গা থেকে সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে এই ধারণা ভুল। এখনও যদি জিএসটি বিল, জমি বিল সহ একাধিক বিল যা রাজ্যসভার গেরোয় আটকে আছে তার পথ মসৃণ হয়ে ওঠে তাহলে ভারতীয় সূচক বাড়বার খানিকটা রসদ নিশ্চিতভাবে লাভ করবে। এই তো সোমবার ১৬ নভেম্বর দীর্ঘ উৎসব মরসুমের পর যে বাজার চালু ছিল তা বেশ ভালো মুডে ছিল শুধুমাত্র জিএসটি'র ব্যাপারটা একটু নাড়াচাড়া শুরু হওয়াতে। এর জের কতদিন থাকবে তা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন। একটা ব্যাপার স্পষ্ট বিহারের নির্বাচনে হার প্রাথমিকভাবে বিজেপি তথা এনডিএ–কে ঝটকা দিলেও একটা শিক্ষা দিয়েছে। তা হল সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সরকারকে।

এটা ঠিক সরকার একা চেষ্টা করবে আর বিরোধিতা শুধুমাত্র বয়কট আর হল্লাবাজি করবে তা কখনই অভিপ্রেত নয়। বরং তাদের মাথায় রাখতে হবে গঠনমূলক বিরোধী হিসেবে তাদের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। সেই জায়গা হারিয়ে ফেললে দেশের সমূহ বিপদ। পাশাপাশি সরকারপক্ষের নমনীয় হওয়ার কথা তো আগেই উল্লেখ করা হল। এইসব কিছু যে একদিনে হয়ে যাবে তা নয়। কিন্তু সারা বিশ্বের সামনে ভারত এবং ভারতবাসীর মর্যাদা শিখরে তুলে রাখতে এই সমীকরণ আপাতত বিশেষ জরুরি। এভাবেই হয়তো জাতি বা দেশ গঠন সম্ভব। এক্ষেত্রে বিদেশের নজির সামনে রাখতেই হবে এই তথাকথিত বিরোধীদের। আমেরিকা, ইউরোপ তো বটেই এশিয়ার অনেক দেশেও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলি এক হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপট এদেশে তৈরি হবে না রাতারাতি তা সকলেই জানি। তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এই জায়গাটা উন্নত করার। তবে গিয়ে বিশ্ব বাজারে ভারত মাথা তুলতে সক্ষম হবে। কারণ ইতিমধ্যেই বিদেশের নামজাদা সব রেটিং সংস্থা ভারতের উন্নতির ওপর তাদের অভিমত জানিয়েছে। ফলে ভারতে যে উন্নয়নের অবকাশ ভালোরকমেই রয়েছে তা সাফ। এখন প্রয়োজন একে প্রকৃত পরিকাঠামোর রূপদান করা।

অর্থনীতি

ভারতের উন্নয়নের পথ এবং তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা তো হল। এবার সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এর দিশা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে। সেটা জানতে ফের অর্থনীতির কচকচির মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। এমনিতে যে আর্থিক গ্রাফ এখন ফুটে উঠছে তাতে করে স্পষ্ট দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয় কোম্পানিগুলি খুব ভালো ফলাফল করতে পারেনি। ফলে তার একটা চাপ তো ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসছে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরও অনেক উপাদান। তা হল ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি এই খারাপ গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও কত নিচে আসতে পারে। এমনিতে ভারতের বাজারে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন বা বিদেশি বিশেষজ্ঞ যারা এদেশের বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দোষ হল তারা ছাতা অনুযায়ী নিজেদের মতামত জাহির করে থাকেন। এই যে বাজার ক্রমশ নিচে আসছে, বিহার নির্বাচনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, দ্বিতীয় কোয়ার্টারের খারাপ ফল এবং সর্বোপরি আগামী ডিসেম্বরে আমেরিকায় সুদের হার বাড়া এত কিছু খারাপ উপাদান পেয়ে তারা আপাতত সাত হাজারের কোথাও দেখছেন এই নিফটিকে। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হলে সাড়ে ছ' হাজারের গল্প ও বেরোচ্ছে এদের ঝুলি। কিন্তু এসপি তুলসীয়ানের মতো প্রবীণ এক্সপার্টরা আবার ভারতের বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। এদের কথায় ভারতের বাজার যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির বেশিটাই অতিক্রম করেছে। এবার তার খুব নিচে যাওয়ার কথা নয়। খুব খারাপ পরিস্থিতিতেও ৭২০০–৭৪০০–র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে ভারতীয় নিফটিকে

তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। বলাবাহুল্য নিফটির এই বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গত করে এগোবে ভারতীয় সেনসেক্স। হয়তো এমন দিন আসতে চলেছে যখন ভারতের সেনসেক্স একলাখি বৃত্তে প্রবেশ করতে পারে। না হেসে উড়িয়ে দেবেন না এই মতামতকে। এখন যতই কঠিন মনে হোক না কেন, ২০২০ বা তার কিছু পরে পরেই এই উন্নততর জায়গা দখল করতে ভারত। আমেরিকায় ফেড সুদের হার বাড়ালেও সেই সংখ্যা এদেশের জন্য খুব একটা প্রভাবকারী হয়ে উঠবে না। বলা যেতে পারে আগাম যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে মাথায় রেখেই ভারতীয় সূচকগুলি নিজেদের বেসমেন্ট বা ভিত যাচাই করে নিচ্ছে।

আশঙ্কার সবচেয়ে বেশি তথ্যটা হল সোমবারেও সপ্তাহ শুরুর আমেজ পাওয়া গেল না মার্কেট বাড়া সত্ত্বেও। এর প্রধান কারণ এফআইআই বা বিদেশি লগ্নিকারীদের হাজার কোটির ওপর বিক্রির পরিসংখ্যান। তা দিনের শেষে হাতে আসার পর যে কারওই পিলে চমকাচ্ছে। এই বছর কতগুলি সময় বা পিরিয়ড বাদ দিলে এই বিদেশি লগ্নিকারীরা ক্রমাগত বেচেই চলেছেন।

অথচ এদের হাত ধরেই মোদির আবির্ভাবের পর হু হু করে বেড়েছে ভারতের ইনডেক্স। এটা ঠিক রাজ্যসভার বাধায় অনেক বিল পাশ বা গুরুত্বপূর্ণ জটে আটকে গিয়েছে সরকার। তবে তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। বিহারের হারের পরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্ট বা এফডিআই লাগু করেছেন অর্থমন্ত্রী জেটলি। তাও পড়ছে বাজার। হয়তো শেষ কামড় দিয়েই প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছে দেশের অর্থনীতি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ নভেম্বর – ২৭ নভেম্বর, ২০১৫

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কাজের খবর

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসে ৭৬২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ট্রেডে ৭৬২ জন মেট নিয়োগ করবে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস। নিয়োগ করা হবে ইলেক্ট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেটর মেকানিক, কার্পেন্টার, ম্যাসন, পেইন্টার, ফিটার জেনারেল মেকানিক এবং পাইপ ফিটার ট্রেডে কিরকি, দেওলালি, ভাসকো, ব্যাঙ্গালোর, ওয়েলিংটন, এঝিমালা, পোর্টব্লেয়ার, নাগপুর এরিয়ার কম্যান্ডার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে। এই নিয়োগের এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর : 132501/I. RS/2013-14/EIB(S).

কম্যান্ড অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : সি ডব্লু ই কিরকি : ৮৫টি (মেট ভেহিক্যাল মেকানিক ৪, মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ১৬, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ১০, মেট কার্পেন্টার ১০, মেট ফিটার ৫, মেট ম্যাসন ৪, মেট পেইন্টার ৪, মেট ফর্জারম্যান ১৬, মেট পাইপ ফিটার ১০, মেট আপহোলস্টার ২, মেট ভালভম্যান ৪)। সিডব্লুই দেওলালি : ১৭২টি (মেট ভেহিক্যাল মেকানিক ২, মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ৫০, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ৯, মেট কার্পেন্টার ১২, মেট ফিটার ৩, মেট ম্যাসন ১০, মেট পেইন্টার ৫, মেট ফর্জারম্যান ৩৮, মেট পাইপ ফিটার ২৫, মেট আপহোলস্টার ২, মেট ভালভম্যান ১৫)। সিডব্লুভাসকো : ২০টি (মোট ইলেক্ট্রিক্যাল ৭, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ৭, মেট ফর্জারম্যান ৬)। সিডব্লুই ব্যাঙ্গালোর : ১৬২টি (মেট ভেহিক্যাল মেকানিক ৪, মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ৪৬, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ১৮, মেট কার্পেন্টার ১৮, মেট ম্যাসন ১৪, মেট পেইন্টার ১৪, মেট ফর্জারম্যান ২৪, মেট পাইপ ফিটার ১৪, মেট ভালভম্যান ১০)। সিডব্লুই ওয়েলিংটন : ২৪টি (মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ৯, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ২, মেট কার্পেন্টার ৫, মেট ম্যাসন ২, মেট পেইন্টার ২, মেট ফর্জারম্যান ২, মেট পাইপ ফিটার ১, মেট ভালভম্যান ১)। সি ডব্লু ই এঝিমালা : ৬৩টি (মেট ভেহিক্যাল মেকানিক ২, মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ১২, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ১০, মেট কার্পেন্টার ৬, মেট ফিটার ২, মেট ম্যাসন ৩, মেট পেইন্টার ৪, মেট ফর্জারম্যান ১৪, মেট পাইপ ফিটার ৮, মেট আপহোলস্টার ১, মেট ভালভম্যান ১)। সিডব্লুই পোর্টব্লেয়ার : ১৯৬টি (মেট ভেহিক্যাল মেকানিক ৪, মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ৫৮, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ১৫, মেয কার্পেন্টার ১৫, মেট ফিটার ১০, মেট ম্যাসন ১০, মেট পেইন্টার ১০, মেট ফর্জারম্যান ৫০, মেট পাইপ ফিটার ১৪, মেট ভালভম্যান ১০)। সি ডব্লু ই নাগপুর : ৪০টি (মেট ইলেক্ট্রিক্যাল ১২, মেট রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড মেকানিক ৭, মেট কার্পেন্টার ২, মেট ফিটার ১, মেট ম্যাসন ৩, মেট পেইন্টার ১, মেট ফর্জারম্যান ৮, মেট পাইপ ফিটার ৫, মেট ভালভম্যান ১)।

তফসিলি ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট।

বয়স : ২৬–১২–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র কিরকি, দেওয়ালি, ভাসকো, ওয়েলিংটন, ব্যাঙ্গালোর, এঝিমালা, পোর্টব্লেয়ার ও নাগপুর। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড (২৫ নম্বর), জেনারেল ইংলিশ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৩০ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ক প্রশ্ন (৫০ নম্বর)। ১৩০ নম্বরের পরীক্ষা।

এরপর আগামী সংখ্যায়

আই বিপি এসের পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক হাজার স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে দেশের ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে। প্রার্থীদের প্রাথমিক যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। পরীক্ষার নাম 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব স্পেশ্যালিস্ট অফিসার্স ইন পারটিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' (সিআরপিএসপিএল–৫) দেশ জুড়ে অনলাইন পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে

আইবিপিএসের এই পরীক্ষার সফল হলে স্কোর কার্ড পাবেন। এরপর ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন মতো নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। তখন ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন করতে হবে যথানিয়মে। এই স্কোর কার্ড নিয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্গে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবেন। ২০১৬–১৭ আর্থিক বছরে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির স্পেশ্যালিস্ট অফিসারের শূন্যপদ পূরণের জন্য এই পরীক্ষার স্কোর গ্রাহ্য হবে।

স্পেশালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন সেগুলি হল : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিজয়া ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক।

স্পেশালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণয়ক আইবিপিএসের লিখিত পরীক্ষাটি নেওয়া হবে এইসব পদের জন্য আইটি অফিসার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার, রাজভাষা অধিকারী, ল অফিসার, এই আর/পার্সোনেল অফিসার, মার্কেটিং অফিসার।

পোস্ট কোড ০১ : আইটি অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : শিক্ষাগত যোগ্যতা এইসব বিষয়ে যে কোনও একটিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। অথবা যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং সঙ্গে ডোয়েকের 'বি' লেভেল পাশ।

পোস্ট কোড ০২ : এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল ওয়ান) : শিক্ষাগত যোগ্যতা : এই সব বিষয়ের যে–কোনও একটিতে ৪ বছরের ডিগ্রি : এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ডেয়ারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারি সায়েন্স, পিসিকালচার, এগ্রি মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, কো–অপারেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং এবং অ্যাগ্রো–ফরেস্ট্রি।

পোস্ট কোড ০৩ : রাজভাষা অধিকারী (স্কেল–ওয়ান) শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিন্দিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকে একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা সংস্কৃতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। এক্ষেত্রে স্নাতকে দুটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি ও হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৪ : ল অফিসার (স্কেল ওয়ান) : শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনের ব্যাচেলর ডিগ্রি (এলএলবি)। বার কাউন্সিলে অ্যাডকোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৫ : এইচ আর/পার্সোনেল অফিসার (স্কেল–ওয়ান): শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, এইচ আর ব এই আর ডি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং লেবার ল–এর মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০৬ : মার্কেটিং অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে মার্কেটিংয়ে এমবিএ বা এমএমএস। অথবা মার্কেটিংয়ে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

আইটি অফিসার ছাড়া অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেশনস বা ল্যাঙ্গুয়েজে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা হাই স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে একটি বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সবক্ষেত্রেই ০১–১১–২০১৫ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুনারে ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা : ২০০ নম্বরের। সময় ২ ঘন্টা থাকবে রিজনিং (৫০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (২৫), পেশাদারি বিষয়–সংক্রান্ত (৭৫), প্রশ্ন। ল অফিসার ও রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকবে ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রি সহ জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০), বিষয়ে প্রশ্ন এবং বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউটের (৫০) প্রশ্ন। সবক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ভুল উত্তরে ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। তবে কোনও উত্তরের ঘর ফাঁক রাখলে তার জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে না। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কোড ৪৬।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে আইবিপিএসের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in নিজের চালু ই–মেল ঠিকানা থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৩ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশন ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আইএমপিএস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর।

অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে বা অনলাইনে 'সাবমিট' করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে। এরপর ফি জমা দেওয়ার ই–রিসিপ্ট ও পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেনন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

১৯ জানুয়ারির পর অনলাইন পরীক্ষা কললেটার ডাউনলোড করতে পারবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভনে গ্রেফতার যুবক

মেহেবুব গাজি

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ফুঁসলে নিয়ে গেল এক কিশোরীকে। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানা থানার রাজনগর এলাকায়। অভিযোগের তীর প্রতিবেশি যুবক বিশ্বজিৎ করের দিকে। দীর্ঘ আড়াই বছর প্রেমের সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। অবশেষে তারা পালিয়ে যায় পরিচিত বন্ধুর এক হাত ধরেই। পুলিশের কাছে প্রথমে নিখোঁজ ডায়েরি করে ওই মেয়ের বাবা। পরে খোঁজ খবর করে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ওই যুগলকে উদ্ধার করে। মেয়েটিকে পরে হোমে পাঠানো হয়। নামখানা থানার রাজনগর গ্রামে বিশ্বজিৎ করের মামার বাড়ির পাশে ওই কিশোরীর বাড়ি। বিশ্বজিৎ বেকার ছেলে, ওই কিশোরী যখন স্কুলে যেত তখন বিশ্বজিৎ কিশোরীর সঙ্গে আলাপ করে। ফুটবল খেলার প্রতি আকৃষ্ট ছিল ওই কিশোরী। বিশ্বজিৎ কর খুব ভালো ফুটবল খেলত। ওই ফুটবল খেলা দেখেই কিশোরী আকৃষ্ট হয়। পরে জমে ওঠে একে অপরের প্রেম। দীর্ঘদিন প্রেম চলে। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় নতুন করে জীবন শুরু করার। গ্রাম ছেড়ে পালায় ওই যুগল। পরে ওই কিশোরীর বাবা ছেলের নামে নামখানা থানায় অভিযোগ করে। পরে শুরু হয় পুলিশের গোপন তল্লাশি, নামখানা থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যায়। মেদিনীপুর থেকে কলকাতা সব জায়গাতে। ফোনের লাইন ট্যাপ শুরু করে দেয়। পরে খোঁজ পায় বিধাননগর এলাকায়। প্রথমে ওই যুগল একটি ঝুপড়িতে বন্ধুর কাছে থাকে, পরে বাড়ি ভাড়া নেয়। পুলিশ ওইখান থেকেই উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরে ওই অভিযুক্ত যুবককে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হয় প্রথম ছয় দিনের পুলিশি হেফাজত নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলে ওই যুবকের । পরে ওই যুবককে আবারও কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজত দেওয়া হয় আর ওই উদ্ধার কিশোরীকে হোমে পাঠানো হয়।

হুগলির আলুকে টেক্কা চীনাবাদামের

রিম্পি ঘোষ

হুগলি জেলার কৃষি মূলত ধান, পাট ও আলু এই প্রথাগত চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বছরের অন্যান্য সময় চাষিরা এই প্রথাগত চাষ ছাড়াও সরষে, চীনাবাদাম, তিল ইত্যাদির চাষ করে থাকে। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে চীনাবাদাম একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ। তৈলবীজের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৩৮ ভাগ আসে চীনাবাদাম থেকে। এই তৈলবীজের তেলের গুণগত মান ও পরিমাণ বেশি হওয়ার পাশাপাশি শিম্বী জাতীয় এই উদ্ভিদ সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। হুগলি জেলার মধ্যে খানাকুল অঞ্চলে প্রধানত এই চীনবাদামের চাষ হয়ে থাকে। খানাকুলের নতিবপুর, দৌলতচক, বলপাই ইত্যাদি এলাকায় ব্যাপক হারে এই চীনাবাদামের চাষ হয়ে থাকে। খানাকুল–২ কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তর সূত্রে জানা যায় ২০১৪ সালে প্রায় ৬৯৫ হেক্টর জমিতে প্রায় ২৬.২৫ কুইন্টাল চীনাবাদাম উৎপাদিত হয়। এইবছর সেই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৩০ কুইন্টাল। স্থানীয় চাষি লক্ষ্মী মন্ডল কোটকি টভ প্রজাতি, কালীপদ পাল হাইব্রিড প্রজাতির চীনাবাদাম চাষ করে থাকেন। তাঁদের মতে খুব কম পরিশ্রমের কাজ হওয়ায় ও আলু চাষের পর জমিতে যে সার পড়ে থাকে তাতে চীনাবাদাম চাষ করা

সুবিধাজনক। বিঘা প্রতি চীনাবাদাম চাষ করতে খরচা হয় প্রায় ৩,০০০ টাকা। মুন্সিঘাটার মহাজনরা কুইন্টাল প্রতি এই চীনাবাদাম প্রায় ৪,৫০০ টাকায় কিনে নেয়। তাই কম খরচে চীনাবাদাম চাষ লাভজনক। এই লাভের কথায় মাথায় রেখে এই খানাকূলের অনন্তনগরে চীনাবাদামের বীজ তৈরি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী আনন্দ পাল জানান, চার বছর আগে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কেজি প্রতি বীজ আনতে খরচা হত ৭৫–৮০ টাকা। চাষের জন্য বীজ আনা হত প্রায় ১০০–১৫০ টন। কিন্তু বর্তমানে আনন্দবাবু ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার থেকে চীনাবাদামের বীজ তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ফাউন্ডেশন পর্যায়ে বীজ তৈরি করে চাষিদের সরাসরি প্রদান করেন। উৎপাদন পর্যায়ে প্রায় ২০০–২৫০ জন চাষি এই বীজ তৈরির সঙ্গে যুক্ত। এই বীজ থেকে তৈরি চীনাবাদাম কেজি. প্রতি ৭০ টাকা দামে কিনে নেওয়া হয়। ব্রীডার পর্যায়ে চীনাবাদামের বীজ কেজি প্রতি ১০০ টাকা দামে কিনে আনা হয়। প্রতি বছর ব্রিডার পর্যায়ে প্রায় ৪০ কেজি চীনাবাদামের বীজ লাগে। প্রায় ১০–২০ জন চাষি এই ব্রীডার থেকে ফাউন্ডেশন পর্যায়ে বীজ তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই বছর নতুন প্রজাতির পিজি–৩৯৩৮, ভীমা নতুন প্রজাতির বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফলন বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আনন্দবাবু।

ক্যানিং মহকুমা মিশন নির্মল

বিশ্বজিৎ পাল

শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা বঙ্গমহল প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের আয়োজনে উন্মুক্ত শৌচাগার মুক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা গঠনের লক্ষ্যে সহযোগীদের সাথে সমন্বিত জনসভা আয়োজন হয়। যার সহযোগিতায় ক্যানিং মহকুমা প্রশাসন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, জেলা শাসক পিবি সেলিম, মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, জেলা স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। শ্যামল বাবু বলেন আমার শৌচাগার প্রকল্পের প্রথম ও প্রধান অভিমুখ এই জেলাকে উন্মুক্ত শৌচমুক্ত করা একমাত্র

লক্ষ্য। প্রতিটি শৌচাগারহীন পরিবারকে শৌচাগারের সুব্যবস্থা করে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার দ্রুত গতিতে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় এই জেলা এই প্রকল্পের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে এবং আমার শৌচাগার প্রকল্প রূপায়নে এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরবে।

ইতিমধ্যে মাতলা ১ ও ২, দিঘীর পাড়, বাঁশড়া, হাটপুকুরিয়া, গোপালপুর, তালদি, ইটখোলা প্রমুখ পঞ্চায়েতগুলি শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। যেগুলি বাকী আছে, সেইগুলি খুব শীঘ্রই নির্মাণ হয়ে যাবে। জেলা শাসক পিবি সেলিম বলেন ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতে যে বেস লাইন সার্ভের তথ্য আছে সেই অনুযায়ী স্যানিটারী মার্ট তার কাজ শুরু করবে। শিশুদের মধ্যে শৌচাগার ব্যবহার ও হাত ধোওয়ার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। আপনার এলাকার স্বচ্ছতার বার্তাবাহক হোন আপনি নিজে।

ভারতবর্ষে শৌচাগার নেই ৫০ শতাংশের বেশি। যেখানে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ৪ শতাংশ শৌচাগার নেই। এই জেলায় ১৪ লক্ষ পরিবার। প্রায় ৭ লক্ষ পরিবারের শৌচাগার নেই। ফলে ৩০ লক্ষ মানুষ বাইরে যাচ্ছে শৌচ করতে। অপুষ্টির থেকে এই জেলা ১৭তম স্থান। জেলার ১০,৫০০টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার আছে। তাই আইসিডিএম, স্বাস্থ্যবিভাগ, এসএসকে প্রমুখ দফতরগুলি এগতে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কাজে এগিয়ে আগামী দিনে এই জেলা সবদিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করবে। শৌচাগার তৈরি করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে কাজ দ্রুত হারে এগোচ্ছে। তুলনায় সামান্য পিছিয়ে পূর্ব ভারত।

বাড়তি বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সাবস্টেশনের শিলান্যাস ফলতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা : ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে লো–ভোল্টেজের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। তা নিয়ে জেরবার ওই এলাকার হরিণডাঙা ১ ও ২, দেবীপুর, নুপুকুর, বেলসিংহ ১ ও ২, কালান্ড সহ প্রায় সাতটি অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ। সেই সমস্যা সমাধানে সোমবার বিকালে ফলতার চাঁদপালাতে ৩৩/১১ কেজি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন তৈরির শিলান্যাস করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত। বিআরএফজি প্রকল্পের ৬.৯৪ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটি তৈরি হবে বলে জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী। তিনি বলেন এর কাজ আগামী আট মাস থেকে এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। সমস্ত এলাকায় লো ভোল্টেজ বলে কিছু থাকবে না। মন্ত্রী আশ্বাস দেন, ২০১৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে ঘরে আলো পৌঁছে দিতে পারব। এখন আমাদের রাজ্য বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত। এদিন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আমাদের সরকার উন্নয়নকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। এজন্য কোনও ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে না। যদি কোথাও কোনও অসুবিধা হয় আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আমরা তা সমাধান করব। উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি বরদাস্ত করা চলবে না।

এদিন তিনি আমতলা যানজট প্রসঙ্গ নিয়ে বলেন। জানান উড়ালপুল না হোক বাইপাস করার জন্য কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে। ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ বলেন, সারগোরিয়াতে ১১কোটি টাকা খরচে ফলতার আইটিআই কলেজের কাজ শেষের পর্যায়ে। আগামী ডিসেম্বরে তা খুলে যাবে। নৈনানে এসবিএসটিসি ডিপো ও টার্মিনাসের কাজ ৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। ১৪০০ কোটি টাকার জলপ্রকল্প। উন্নয়নের নিরিখে আমরা জেলায় এগিয়ে আছি। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর বলেন, আমরা মানুষের জন্য আছি। বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে গোটা ফলতা জুড়ে। এর আগে অনেক প্রকল্পতে আমরা জেলায় প্রথম হয়েছি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ফলতার বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ ও অন্যান্যরা। সাধারণ মানুষের ভিড়ে উপচে পড়েছিল ওই অনুষ্ঠানে। বহুমানুষ জানান এইরকম এই বিদ্যুতের প্রয়াস এই অঞ্চলে দরকার ছিল। বেলসিংহা গ্রাম থেকে আসা প্রশান্ত মণ্ডল বলে যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছি এই সমস্যায়। সন্ধ্যের পর আলো জ্বলতে চায় না। সুমতি নস্কর বলে সন্ধ্যের পর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয়। এই বিদ্যুতের কাজটা হলে আমরা খুবই উপকৃত হব। আমরা বিধায়কের কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞতা থাকব। অপরপক্ষে ছোট কুটির শিল্পগুলিও বিদ্যুৎতের সমস্যা মিটবে এমনটাই জানান বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ।

এখনও কুসংস্কার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বাবা দিনমজুর, মা স্বাস্থ্যকর্মী। দু'জনেই এইচআইভি–তে আক্রান্ত। এটাই ছিল বছর সাতেকের শিশুটির একমাত্র 'অপরাধ'। সে কথা জানার পরও ভর্তি নিয়েছিল স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সারি স্কুল। অভিযোগ, পরে এলাকার বাসিন্দা ও অন্যান্য অভিভাবকদের 'কুসংস্কারের' বশবর্তী হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষই অবশেষে শিশুটিকে স্কুলে পড়াশুনো বন্ধের নিদান দেয়। জেট যুগে দাঁড়িয়ে এমনি উদ্বেগজনক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানার নেপালগঞ্জ এলাকায়। গত জুন মাস থেকে পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে অসহায় শিশুটি একপ্রকার ঘর বন্দি। এলাকায় একঘরে হয়ে রয়েছে গোটা পরিবারও। অসহায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি স্থানীয় বিডিও থেকে শুরু করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সমস্ত স্তরে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু আজও কোনও সুরাহা মেলেনি। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের সাফাই, 'এখানে স্কুলের কিছু করার নেই। এলাকার বাসিন্দা ও অন্যান্য অভিভাবকদের চাপে পড়ে বাচ্চাটিই স্কুলে আসছে না। শিশুটির বাবা জানান, 'একাধিকবার স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার বাচ্চা তো সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। স্কুলে পাশাপাশি বসে পড়াশুনা করলে তো আর এইচআইভি হয় না। কোনও কথাই শোনেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকে প্রশাসনের সমস্ত স্তরে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এমতাবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি আমরা।' সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত নস্কর ফোনে জানান, 'অভিভাবকদের চাপে পড়ে বাচ্চাটি নিজেই স্কুলে আসছে না। আমরা বাচ্চাটিকে স্কুলে আসতে নিষেধ করিনি।'

মেয়েরাও এখন চোলাই ব্যবসায়

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এখন সুন্দরী যুবতীরা নেমেছে চোলাই

ব্যবসায়। আবগারি আধিকারিকরা হন্যে হয়ে খুঁজে তাদেরকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। আবগারি দফতরের মতে ২৫ থেকে ২৮ বছর বয়সী যুবতীরা মহাজনদের কাছ থেকে বিনা লগ্নিতে চোলাই পেয়ে খোশ মেজাজে ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছে। গত তিন মাসে তিনজন যুবতী ধরা পড়েছে আবগারি দফতরের অভিযানে। আধিকারিকদের বক্তব্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গড়িয়া জলপোল, খেয়াদা, আরাপাঁচ, এইসব এলাকা থেকে গত তিন মাসে ৫০৬৪ লিটার চোলাই উদ্ধার হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২১, মহিলা তিন। দফতরের ব্যাখ্যা এরা বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসায় জড়িত। এই ব্যবসায় রোজগার দিনে মাত্র ১০০ টাকা। অথচ এর থেকে অনেক বেশি রোজগার রান্নার কাজে। আয়া সেন্টারের কাজ ধরলেও মাসে ছয় হাজার টাকা রোজগার করতে পারে এরা। কিন্তু তারা এই কাজ ছাড়তে নারাজ। কোনো লগ্নি বা পরিশ্রম না করে ঘরের দরজায় চোলাই পৌঁছে দিচ্ছে মহাজনেরা। স্বাধীন ব্যবসা। ধরা পড়লেও চিন্তা নেই। মহাজনরা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনছে কোর্ট থেকে।

গত ১৮ নভেম্বর আবগারি দফতর রেড করতে যায় সোনারপুরের খেয়াদায়। ধরা পড়ে বেশ কয়েকজন। কিন্তু এসব রুটিন মাফিক। কয়েকদিন বাদে ছাড়া পেয়ে ফের মহাজনদের খপ্পরে পড়ে চোলাই ব্যবসায় নেমে পড়বে মেয়েরা। প্রশাসন সব জেনেও মহাজনদের ছুঁতে পারে না। অতএব সমাজের এই ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলা প্রায় অসম্ভব।

ফের ঝড়খালিতে বাঘের হানা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: শুক্রবার হেড়োভাঙা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে নদীতে সাঁতার কেটে আবার ক্যানিং মহকুমা ঝলখালি কোস্টাল থানার ত্রিদিব নগর ডি ব্লক এলাকার লোকালয়ে হানা দেয়। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।স্থানীয় মানুষ বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তারা মাতলা রেঞ্জের বন দফতরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে এবং এলাকা শক্ত জাল দিয়ে ঘিরে দেয়।

উল্লেখ্য এর আগে গত ৩১ অক্টোবর সুন্দরবনের কাঞ্চনদ্বীপ মথুরামন্ত জঙ্গল থেকে একটি বাঘিনী বের হয়ে বিদ্যানদী সাঁতরে ঝড়খালির ৩ নম্বর এলাকায় ঢুকে পড়ে। বন দফতরের কর্মীরা ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতলে গত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাঘিনী খাঁচায় বন্দি হয়। বর্তমানে বাঘিটিকে ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছে।

মহানগরে

শীতের প্রারম্ভে জমে উঠেছে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। নন্দনের সামনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের উপচে পড়া ভীড়ে সামিল আবাল বৃদ্ধ বনিতা। ছবি : অরুণ লোধ

চার বছরেও পঙ্গু হয়ে পড়ে রয়েছে অনলাইন নকশা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ জুলাই চলতি অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে অনলাইন পদ্ধতিতে বাড়ির নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। চারমাস কেটে গেলেও পুরসভার ঢিলেঢালা মনোভাবে তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত কলকাতাবাসী। চারদিকে যখন অনলাইন পদ্ধতির রমরমা। খোদ সরকারি দফতরগুলিতেও যখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তখন কলকাতা পুরসভা বেরোতে পারছে না পুরনো আমল থেকে। এ পর্যন্ত মাত্র ২৫টি বাড়ির নকশা অনলাইন পদ্ধতিতে জমা পড়েছে। সবকটিই ৭ নম্বর বোরোর। অন্য সব বোরো এখনও অন্ধকারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল বাড়ির নকশা বানানোর এলবিএস (লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার) এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের অনলাইন ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তারা নাকি এখনও এ বিষয়ে ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। তাই গতি পাচ্ছে না আধুনিক ব্যবস্থা। থমকে রয়েছে নাগরিক সুবিধা। কবে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হবে তারও হদিশ দিতে পারছে না পুরসভার কেউ। মেয়র গালভরা

প্রতিশ্রুতি দিয়েই খালাস। তা পূরণ করার জন্য উদ্যোগ কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

পুরসভার কর্মীদের একাংশ ও সাধারণ কলকাতাবাসীর এই গয়ংগচ্ছ মনোভাবের পিছনে দেখছে অন্য কারণ। তাদের মতে অনলাইন পদ্ধতিতে নকশা অনুমোদন হলে অনেকেরই বাঁ হাতের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় নকশা অনুমোদনে অনেক সুবিধা। অনেক বেআইন আইনে পরিণত হয়। অনেক রকম ছাড়–কোটার ফাঁক গলে অনুমোদন পায় নানা বেআইনি নির্মাণ। এর পিছনে থাকে ঘুষের খেলা। বিল্ডিং বিভাগের মৌচাকে সবসময় প্রোমোটার মৌমাছিদের ভিড় লেগে থাকে। অনলাইন ব্যবস্থায় সব ফাঁকা হয়ে যাবে। তাই গতিমন্থরতায় ভুগছে অনলাইন নকশা অনুমোদন ব্যবস্থা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২১ নভেম্বর – ২৭ নভেম্বর, ২০১৫

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রুখতে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব জরুরি

দেশের নিরাপত্তা, রাজ্যের নিরাপত্তা, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। ঘটনা যতই আন্তর্জাতিক হোক তা সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন তুলতে বাধ্য। ইউরোপে অঘোষিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির জোট গঠনের মতই শুরু হয়েছে এক হানাহানির ঐক্য। হিংসা–প্রতিহিংসা, আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণের মুখে মানবতা। প্রত্যেক ধর্মই মানব প্রেমের কথা বলে, যতই রাজনৈতিক দল সহনশীলতা, মানুষের সাম্যের অধিকার দাবি করুক না কেন অস্ত্র কেনা বেচার পুঁজিবাদী ভাবনার আড়ালে চলছে ভয়ঙ্কর হিংসার আবাদ। আইসিস, সিরিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া এখন বিশ্বসংবাদের শিরোনাম। একদিনে কোনও সমস্যা হঠাৎ তৈরি হয় না। বিশ্বরাজনীতিকরা কিংবা ক্ষমতাপিপাসু ধর্মের ফেরিদারদের চৈতন্য হয়নি দুটি বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস থেকে। রক্তক্ষয়, লোকক্ষয় ছাড়া পৃথিবীকে কিছুই দিতে পারে নি, দিতে পারে না এই ধরনের স্বার্থমগ্ন যুদ্ধের স্থপতিরা।

ফ্রান্সের মাটিতে জঙ্গি হামলায় নিহত নিরীহ মানুষজনদের প্রতি সমবেদনার পাশাপাশি বিশ্ব রাষ্ট্র নায়কদের নিরীহ উদ্বাস্তুদের প্রতিও সমবেদনা থাকা উচিৎ। রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান স্পষ্ট ভাষায় অত্যন্ত জরুরি সত্যটি উচ্চারণ করেছেন। তিনি জি–২০ অন্তর্গত দেশগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানিয়েছেন জঙ্গিদের খাতে অর্থ সাহায্য ও পণ্য বিপণনে, সরাসরি অন্তত চল্লিশটি রাষ্ট্র জড়িত। তেল, অস্ত্র আর পারমাণবিক প্রকৌশলের গোপন লেনদেন পৃথিবীকে আরও একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চলেছে। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বই একমাত্র পারে দেশকে, তাদের দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দিতে। নইলে প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক চাপে জর্জরিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর প্রতিটি শহরের, প্রতিটি গ্রামের সাধারণ নাগরিকদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করাই প্রতিটি রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রপ্রধান, ধর্মের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত এবং তা এখনই। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের ভাবনাই এখন সময়ের দাবি, বিশ্বজুড়ে একটি শ্লোগান উঠুক বিশ্বসভার জন্য, সর্ব বর্ণের, সব ধর্মের জন্য। বাঁচার অধিকার সবার।

অমৃত কথা

ভগবানকে কি কারণে ডাকা, তাঁকে লাভ করেই বা কি ফল, এর কোনও কারণ জানা নেই, অথচ তাঁকে না ডেকে কিছুতেই প্রাণ মন স্থির থাকে না,তাঁর প্রতি সর্বস্ব সমর্পণ না করে হৃদয় মানে না, এই রকম যে ভক্তি তাকে অহৈতুকী বা হেতুশূন্য ভক্তি বলে। ভক্ত প্রহ্লাদের এরকম ভক্তি ছিল। প্রহ্লাদ কারও কাছে হরিগুণ শোনেননি, হরিকে লাভ করলে ভাবযন্ত্রণা হতেমুক্তহবেন, এ সংসারে জন্ম মৃত্যুর হাত এড়িয়ে আর বার বার যাওয়াআসা করতে হবে না এবং মহামায়ার মায়া হতে মুক্তহবেন,কিম্বা সংসারে থেকে রাজা হয়ে পৃথবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগ করবেন এরকম কোনও কামনাই তাঁর মনে জাগেনি। তাঁর মন হরিগুণ শুনতে চাইত,তিনি সেই জন্য হরি হরি বলে বেড়াতেন। তাঁর প্রাণ হরি ভিন্ন আর কিছু আপনার বলে বুঝত না, তাঁর ভালোবাসা সব হরির প্রতি। পিতার ভর্ৎসনা, মাতার কান্না, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের হিতোপদেশ–কিন্তু তবুও প্রহ্লাদের হরির প্রতি ভালোবাসা তিলমাত্র কমলো না। তাঁর নিজের প্রতিও মমতা নেই, তাঁর মন

প্রাণ হরিপাদপদ্মে নিমগ্ন। বারবার হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হরিনাম স্মরণ করে বুক পেতে নিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন,'হ্যাঁরে প্রহ্লাদ! তুই হরিনাম ছেড়ে অন্য যে কোনও নাম বল, তাতে আমার অমত নেই।' ভক্ত প্রহ্লাদ সবিনয়ে বললেন, 'মহারাজ। আমি কি করব, আমার ইচ্ছায় আমি হরিনাম করি না, হরিকে ডাকব বলে ডাকি না, কি জানি হরির জন্য আমার প্রাণ কাঁদে কেন? তাঁর কথা শুনতে ও বলতে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ি। কি করব, আমি হরিনাম ছাড়ব কি ভাবে? হরি যে আমার ভেতর–বাহির পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।'

যা কিছু নয়নে দর্শন হয়, বা যা কিছু শ্রবণ করা যায়–তাতেই আপনার ইষ্টকে দর্শন করা উর্জ্জিতা ভক্তির লক্ষণ। বেতবন দেখে–বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দেখে–যমুনা মনে হওয়া, তমাল দেখে–শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়া। শ্রীমতী কৃষ্ণরূপ চিন্তা করতে করতে সামনে তমাল গাছ দেখে তাকে আলিঙ্গন করে বলতেন, 'কেন নাথ! এখানে পরের মতো দাঁড়িয়ে আছ? চলো চলো কুঞ্জে চলো, আমি আঁচল বিছিয়ে দেবো, তুমি বসবে। আমি বুঝেছি, তোমার মনে ভয় হয়েছে! কেন নাথ! ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেউ কখনও যায় না, তুমি প্রবাসে গিয়েছিলে, তাতে ভয় কি?' তখন কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করতেন। এই ভাব সখীদেরও হত। একবার রাসলীলায় শ্রীমতী এবং সমস্ত সখীদের এইরকম ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো সখী নিজের বেণীর অগ্রভাগ ধরে অপর সখীকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখ দেখ, আমি কালিয়ের দর্প চূর্ণ করছি' কোনো সখী তাঁর ওড়নার প্রান্তভাগ ধরে বলছেন, আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করেছি, 'যাঁহা যাঁহা আঁখি পড়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফুরে।'

ফেসবুক বার্তা

পেখম তোলা ময়ূরের পরিচিত দৃশ্য হয়। ফেসবুক চিত্রে ধরা পড়েছে উড়ন্ত ময়ূরের একটি বিরল ছবি।

ব্রাত্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৬৮তম জন্মদিন ১০ই নভেম্বর। ১৮৪৮ সালে মধ্য কলকাতার তালতলা অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে তীব্র যন্ত্রণায় পরিণত করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবাসীকে দীক্ষিত করেছিলেন, নৈতিক শক্তির বিকাশের ধারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উর্দ্ধে উঠে দেশের জন্য আত্মবলিদানের মন্ত্রে। সেই সময় গণশক্তি তাকে সংবর্ধিত করেছিল রাষ্ট্রগুরু Surrender not uncrowened kind শব্দ বন্ধনীতে।

আত্মবিস্মৃতি অথবা আত্মঘাতী বাঙালি তথা ভারতবাসী ভুলে গিয়েছে জাতি গঠনে তাঁর অবদান। তিনি Nation in making বা জাতি গঠনের পথে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শোনা যায় সেই গ্রন্থ রুশ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে লেনিন পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আবেগ আতিশয্যে সফেনে ভেসে থাকা বাঙালি এই গ্রন্থে জাতির যুক্তির মতাদর্শগত বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে সন্ধান দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে উদাসীন। বালক বৃদ্ধের মুখে তাঁর কর্মকান্ডের ইতিহাস মনে নেই। মনে থাকবেই বা কি করে? তাকে নিয়ে তাঁর জন্মদিনে জাতীয় কংগ্রেস অথবা অন্যান্য গণসংগঠন ছবি ফুল মালা ধূপের গন্ধে স্মৃতি পুজো করে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান দফতরে সাম্মানিক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে সুরেন্দ্রনাথ চর্চার পাঠক্রম নেই। এমনকি অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এই চেয়ারের গুরুত্ব বোঝবার প্রয়োজন বোধ করে না। ছাত্র জানল না জানল কার কী এসে যায়? মাসে তো লক্ষ টাকা আসে।

কার্জন পার্কের বা–পাশ দিয়ে মার্কস–এঙ্গেলসের মূর্তি ছাড়িয়ে এসপ্ল্যানেড যাবার রাস্তায় রাষ্ট্রগুরুর তেজীয়ান ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে। রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর মূর্তির চারিধারে গাছ দিয়ে সাজিয়ে বাগান করে দিয়েছে। নাম তাঁর সুরেন্দ্রনাথ পার্ক। জন্মদিন মৃত্যুদিনে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় কলকাতা কর্পোরেশন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য সরকার অতীতেও কোনও অনুষ্ঠান সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে করে নি এখনও নবান্নে তাঁর ছবিতে মালা দেওয়া হয় না। দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনে তার ছবির সামনে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো অবশ্য হয়। বাস্তবিকই দায়সারা স্মৃতি তর্পণ। জাতির কাছে তিনি ব্রাত্য।

মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা পড়লে সুরেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতাকে জানা যাবে। আমাদের মতাদর্শগত জীবন চর্চায় দেশ বিদেশের মনীষী দেবতা ভিড় করে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে নেই। তার বক্তৃতা শুনতে একদা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থায় ছুটে গিয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে শ্রীহট্ট জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন নৌকাচুরির মামলায় আসামী যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার পরেও আসামীর তালিকায় তার নাম থেকে যায়।১৪০–৪৫ বছর আগেও বাঙালি কেরানীকূল দুপয়সা উপরি কামানোর জন্য দেশিয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চাকুরি থেকে হটিয়ে ইউরোপীয় সাহেবকে মাথায় বসাবার চক্রান্তে যুক্ত থাকত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চক্রান্তের শিকার হয়েছিল। নির্দোষ যুধিষ্ঠিরের নাম অপরাধীর তালিকায় থেকে যায় এবং তাঁর নামে হুলিয়া জারি করা হয়। যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা অপরাধী করে রাখার 'অমার্জনীয় অসাবধানতার বিরুদ্ধে শাস্তি স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়।

বৃটিশ শাসনে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেয়ে আর্থিক দিক থেকে সংকটের মুখে পড়লে মানসিক শক্তি কখনোই হারান নি। পরিবর্তে তার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই–এ সংকল্প গড়ে উঠল। ১৮৭৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় সুকিয়া স্ট্রিটের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ইংরাজির শিক্ষকতা করেছেন। 'Macaulay's essay on clive and warren Hastings এবং Burk's Reflection on the French Revolution যখন লেকচার দিতেন ছাত্ররা দেহ মনে ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চে মাথা দিত না। পিরিয়ড ফাঁকি দিয়ে পালাত না। তাঁর শিক্ষক সুলভ বাগ্মীতায় ছাত্ররা বিষয়গত জ্ঞানের অবগাহন করত। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাস মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে রিপন কলেজে পাঠরত ছাত্রদের কাছে ছিল আনন্দের প্রত্যাশা। তাঁর স্মৃতিকথায় ৯০ বছর আগে একছাত্র লিখেছেন, 'তিনি যেভাবে মূল সাহিত্য অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যা করতেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। মনে হয় এখনও যেন সেই ধ্বনি আমার কানে বাজছে। ১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই কলেজের ইংরাজির অধ্যাপনা শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কলেজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্কুলে উচ্চ বেতনে থেকে যাবার অনুরোধ করলে, সুরেন্দ্রনাথ এই স্কুল থেকে পদত্যাগ করেন। ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। এক মাস বাদে ফ্রিচার্চ কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ভারতে শাসন সংস্কারে রিপনের সক্রিয় উদ্যোগকে মনে রেখে রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে ১৮৭৫–১৯১২ একটানা ৩৭ বছর অধ্যাপনা করেন।

সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়ে ১৮৭৪ সালে ইংলন্ডে যান। একবছর বাদে ফিরে এসে তিনি উপলব্ধি করেন যে জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি

রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে না পারলে দেশবাসীর মুক্তি সম্ভব নয়। এই কাজটি করার জন্য প্রয়োজন দেশের ছাত্র–যুব শক্তিকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করা। দেশের ছাত্র–যুব শক্তিকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করা। যাতে করে জনগনের যুক্তি গ্রাহ্য স্বার্থকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যায়। এই কারণে ১৮৭৫ সালে Student Association প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন বসু সভাপতি, সুরেন্দ্রনাথ নিজে সহ সভাপতি এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতি ছাত্র নন্দকৃষ্ণ বসু সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই ছাত্র সমাজের সক্রিয় শক্তিতে ভবিষ্যত ভারত লোকনায়কত্ব গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত জীবনে ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মাৎসিনির দ্বারা তিনি নিজে শুধুমাত্র অনুপ্রাণিত হন নি। নব্য ইতালীয় আন্দোলনের অনুসরণে ছাত্র সমাজের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী চিন্তা বা চেতনার জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। তবে মাৎসিনির বিপ্লবী কর্মপন্থাকে তিনি কখনোই সমর্থন করেন নি। ভারতের ইতিহাস চর্চা–ভারতের ঐক্য শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কার আন্দোলন, গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখ শক্তির উত্থান প্রভৃতি বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথের বাগ্‌বিভূতি ছাত্র–যুব সমাজকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশ প্রীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখত।

১৮৭৬ সালে ২৬শে জুলাই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আর একটি রাজনৈতিক সংগঠন যুক্ত করলেন। নামকরণ করলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সুরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র যুব শক্তি কর্মকাণ্ডকে বৃহৎ সাংগঠনিক ভাবে চালিত করতে না পারলে দেশে গণ আন্দোলনের জোয়ার আসবে না। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য হবে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বপরি বাংলাদেশের শিক্ষিত বুধ মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত। আনন্দ মোহন বসু হলেন প্রথম সভাপতি অক্ষয় কুমার সরকার সম্পাদক এবং সুরেন্দ্রনাথ হলেন কার্যকরী সদস্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের রণকৌশল ছিল নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল oppose Government when necessary but support it when possible. এই প্রতিষ্ঠানকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের বয়স কমানোর বিরুদ্ধে দেশীয়ভাষায় সংবাদপত্র পত্রিকা প্রকাশে নিয়ন্ত্রণে লিটনের আইনের প্রতিবাদী আন্দোলনের ভাষা জুগিয়েছিলেন তিনি। এমন কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় সম্মেলনে আহ্বান করা হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক অথবা Safty value তত্ত্বের প্রচারক অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমকে স্বীকৃতি দেবার আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হিসাবে জাতির স্মরণ করা দরকার।

গান্ধিজির আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রদেশে প্রদেশে সফর করে গণ আন্দোলনের জন্য জাতীয়তাবোধ স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে পুনে কংগ্রেস অধিবেশন এবং ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচারীতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হবার অনুরোধ করেছিলেন। সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাতে তারা সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পায়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৮৮৩–র ২রা মে হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস একটি মামলায় হিন্দ ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য শালগ্রাম শিলাকে কোর্টে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্দেশের সমালোচনা করে তাঁর সম্পাদকীয় লেখেন। আদালত অবমাননার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়। পরের দিন কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ পড়ে তাঁর কারাবাসের বিরোধিতা করেন। দ্বিতীয়বার লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশের উত্তাল হলে এবং বন্দেমাতরম মন্ত্রধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইংরেজ সরকার। ১৯০৫ সালে বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন চলাকালীন সময়ে চিত্তরঞ্জন গুহ নামক ১৬ বছরের কিশোরকে জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়ে পাশবিক অত্যাচার চালায় বরিশালের পুলিশ। এই বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কারাবরণ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে settled fact ঘোষণা করেছিল সুরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১১ সালে লর্ড মরলে বঙ্গ ভঙ্গ ঘোষণাতুলে নেয়। সুরেন্দ্রনাথের কাছে গণতন্ত্র স্থানীয় মানুষের দ্বারা গড়ে ওঠা স্ব–শাসিত শাসন ব্যবস্থা। এই কারণে লর্ড রিপনের স্থানীয় শাসন সংস্কার আইনকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে মন্টেগু–চেমসফোর্ড সংস্কারকে গ্রহণ করার বিরোধিতা সমকালীন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ করেছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই সংস্কারকে মেনে নিলে আমাদের স্বায়ত্ব শাসন লাভ সম্ভব। এই কারণে স্বায়ত্ত শাসন দফতরের মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংস্কার আসন প্রণয়ন করেন। তিনি চেয়েছিলেন গ্রাম ও শহরের স্বশাসন গড়ে তোলার জন্য আইন সংস্কার করতে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ১৯১৯ সাল থেকে বাংলাদেশে স্বরাজ্য দল সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করে। তাকে পাঁচ হাজার টাকার গোলামদার বলে বঙ্গের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ ব্যাঙ্গ করতে থাকে। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধির উত্থান এবং তাঁর শিষ্য চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের গভীর আস্থা সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জাতি তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত যোদ্ধা তা স্বয়ং গান্ধিজি স্বীকার করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধিজি লিখেছিলেন, বর্তমান দেশে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় যোদ্ধার প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় চলমান রাজনীতি তাঁর প্রয়োজনকে মানে না। মানলে হয়ত কলকাতা কর্পোরেশনের সুরেন্দ্রনাথ পার্কের অনুষ্ঠানে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান, নেহাতই মেয়র পারিষদের কেউ উপস্থিত থাকতেন। তাঁর জন্মদিনে নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা বাদে মাল্যদান করতে আসেন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এক মহিলা কাউন্সিলর। যিনি সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বধির। এরা রাজনীতির যন্ত্রণা। অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় মহাপুরুষদের সম্মান প্রদর্শনের বাণী দেন।

বিহারের নির্বাচনে কূটকৌশলী রাজনীতির জয়, ন্যায়নীতির পরাজয়

নির্মল গোস্বামী

বিহার নির্বাচনের পূর্বে ও পরে নানান দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। কার জয়–কার পরাজয়ে ভারতের রাজনীতির গতিপথ কি হবে? তাই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। আলোচনা হয়েছে জোট রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে। আগামী দিনে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের গুরুত্ব পর্যালোচনা হয়েছে। মোদি যে অপরাজেয় নয়, তা নীতিশ কুমার প্রমাণ করেছেন বিহারে। এককালে আদবানীর রাম রথ আটকে দিয়ে হিরো হয়েছিল লালু আর ২০১৫'র নির্বাচনে মোদি ম্যাজিক ভ্যানিশ করে বিহার কা মসিহা হলেন নীতিশ কুমার।

তামাম মিডিয়া জুড়ে শত আলোচনার পরও একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে সেটা হল বিহারে ন্যায়নীতির জয় হয়েছে কি? মহা জোটের জয় হয়েছে। কৌশলী রাজনীতির জয় হয়েছে। কিন্তু আমাদের বহুল পরিচিত বাক্য 'যথা ধন তথা জয়' তা হয়েছে কি? অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারে যে বর্তমানে রাজনীতিতে ন্যায় নীতির খোঁজ করাটা বাতুলতা মাত্র। রণে আর প্রেমে ন্যায় বলে কিছু হয় না। জয়টা আসল—তাই ''মারি অরি পারি যে কৌশলে'' — এটাই রাজনীতির ন্যায়। হ্যাঁ এই সত্য রাজনীতিকদের সত্য। লালু নীতিশের সত্য। মোদি–অমিত শার সত্য। কিন্তু আপামর দেশবাসীর সত্যের সঙ্গে তার মিল নেই। কেন নেই সেই প্রশ্নে আসি।

শুধু বিহারবাসী নয়, আপামর ভারতবাসীর চোখে লালুপ্রসাদ হলেন পাঁচ হাজার কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেংকারির নায়ক। তিনি বিহারে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন বিহারবাসী ভুলে যায়নি। লালুর দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তৎকালীন সিবিআই–এর পূর্বাঞ্চলীয় ডিক্টেটর উপেন বিশ্বাস অমানুষিক পরিশ্রম করে তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় গ্রেফতার করেন। দীর্ঘ ১০–১২ বছর কেস চলার পর সিবিআই আদালতে লালুর জেল হয়। আদালতের রায়ের ফলে লালু নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু রাজনীতির কানাগলি বেয়ে আর আইনের মার পাঁচে লালু বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। অভিযোগ মুক্ত হয়ে রেহাই পান নি। তাহলে প্রশ্ন হল যে রাষ্ট্রের সক্রিয় প্রচেষ্টায় লালু ধরা পড়ল। রাষ্ট্রের আইনে তার বিচার হল এবং জেল হল। অর্থাৎ অভিযুক্ত প্রমাণিত হল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অর্থ সে চুরি করেছে এটা প্রমাণিত। সেই লালু বিহার নির্বাচনে দাপিয়ে বেড়াল। এটা কি জনগণের দৃষ্টিতে ন্যায় হয়? আমরা আজ যাই করি চোরকে ক্ষমা করি নে। সেই চোরের হাত ধরল নীতিশ কুমার। কেন না গতি বাঁচানোর স্বার্থে। ন্যায়ের স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়। বিগত দুটি নির্বাচন নীতিশকুমার লালুর দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিহারে ন্যায় ও আইনের শাসনের স্বার্থে। আর সেই লড়াইয়ের সাথী ছিল বিজেপি। বিহারে যতটুকু আইনের শাসন বা উন্নয়ন হয়েছে তা নীতিশের হাত ধরে এবং বিজেপির সমর্থন ও সহযোগিতায়। নীতিশকুমারের উত্থান কংগ্রেস রাজনীতির বিরোধিতা করে। বিজেপি তথা এনডিএ–র সক্রিয় সঙ্গী হিসাবে।

সেই কংগ্রেসের হাত ধরল নীতিশ কুমার। সম্পূর্ণ রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে। অন্যদিকে বিজেপি জোটে কিন্তু তেমন কোনও স্ববিরোধিতার প্রশ্ন ওঠেনি। নীতিশের দল থেকে বিতাড়িত জিতনর রাম মাঝির সঙ্গে জোট গড়েছে তাতে নীতিহীনতা হয়নি। আবার জেডিইউ–এর সঙ্গে বিজেপি রাজনীতির স্বার্থে যে জোট ভেঙেছে তাও নয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ'র প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থীকে নীতিশকুমারের পছন্দ হয়নি। তাই তিনি জোট ভেঙেছেন। বোধ হয় নিজেকে ওই পদের দাবিদার মনে করেছিলেন তাই আশাহত হয়ে জোট ছেড়েছেন। এখানে বিজেপির নীতি খুব পরিষ্কার। লোকসভা নির্বাচনে নীতিশের দলের ভরাডুবির দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করলেন। জীতেন রাম মাঝিকে মুখ্যমন্ত্রী করলেন। কিন্তু চার মাস না যেতে যেতে জীতেন রাম মাঝিকে ঘাড় ধরে বের করে দিলেন। এখানেও স্পষ্ট কোনও জনগণের স্বার্থ জড়িত ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত ক্ষমতা ভোগের উদগ্র বাসনা। দেশের মানুষ যখন নরেন্দ্র মোদিকে মেনে নিল। তখনই নীতিশ কুমারের উচিৎ ছিল পুরনো এনডি জোটে যোগ দিয়ে বিহারের উন্নয়নের আরাদ্ধ কাজকে দ্রুত সমাধা করা। তাতে নীতি বাঁচত, ন্যায় বাঁচত জনগণের উন্নয়ন করা সহজ সাধ্য হত। কিন্তু নিজের ক্যারিশ্মা বজায় রাখার গোঁয়ে পড়ে নীতিশ কুমারকে অনেক অনৈতিক কাজ করতে হল। চোর আখ্যা প্রাপ্ত চেনা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী লালুকে ক্ষমতার ভাগ দিতে হল। যে কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের নতুন দল গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম দল ছিল সমতাপার্টি। পরে তা জেডিইউ হয়। এই নির্বাচনে সেই সোনিয়া কংগ্রেসের সাহায্য প্রার্থী হতে হল নীতিশ কুমারকে। ফলে বিহারে জয় পেলেও পূর্বের গৃহীত নীতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে নীতিশ কুমার তথা জেডিইউকে।

অন্য দিকে বিজেপির পরাজয় হয়েছে নীতিগত কারণে নয়, কৌশলগত কারণে। মোদি অমিতএর একনায়কতন্ত্র সুলভ আচরণ, রাজ্যাপার্টিকে গুরুত্ব না দেওয়া, রাজ্যে নীতিশের সমকক্ষ কোন নেতাকে জনগণের সামনে প্রজেক্ট না করতে পারা, প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অতিরিক্ত মিডিয়া নির্ভরতার কারণে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। কিন্তু তাতে নীতিচ্যুত হয় নি বিজেপি। অনেকে বলবে উগ্র হিন্দুত্ব অ্যাজেন্ডার কারণে বিজেপি ডুবেছে। আমি বলব তাতে লুকোছাপা কিছু নেই।বিজেপির গোপন কোনও হিন্দুত্ব তত্ত্ব নেই। যা আছে তা প্রকাশ্যে। ক্ষমতায় এসে অনেক ক্ষেত্রে আপোস করেছে বিজেপি। সেই বিজেপি হারলেও পরাজয়ের গ্লানি তাকে স্পর্শ করবে না। কারণ নীতিতে সে অবিচল আছে। যে নীতি ২ থেকে ৩০০ সিট লোকসভায় দিয়েছে। অপর দিকে নীতিশ কুমার জয়ী হয়েও নীতিহীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত সে। রাজনীতি যে হীন হয়ে উঠছে তাতে নীতিশের অবদান আছে। আর রাজনীতি যাতে নীতিহীন না হয় তার একক প্রচেষ্টায় বিজেপি ব্রতী আছে। এখানেই বিহারে হেরেও বিজেপির অপযশ হয়নি। আর নীতিশ কুমার জিতেও মনে মনে স্বস্তিতে নেই কারণ দুই পুরনো চিরশত্রু লালু ও কংগ্রেস কি মন্ত্রবলে আজ মিত্র হল তা জনগণের কাছে বোধগম্য নয়। ভোটেই যদি ন্যায় নির্ধারিত হয় তাহলে আর রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন নেই। নির্বাচনে জিতলেই সে সাধু। নীতি ধীশ যিনি অর্থাৎ নীতির অধিপতি যিনি তিনিই নীতিশ। এই নীতিশ কুমার অন্তত এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করবেন না নিশ্চয়ই।

উত্তরপাড়ায় শিশু দিবস

রিম্পি ঘোষ: গত ১৫ নভেম্বর উত্তরপাড়া সিটিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মহাসমারোহে শিশু দিবস পালিত হয়। শিশু দিবসে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক ডাঃ অনুপ ঘোষাল, উত্তরপাড়া থানার আই. সি মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার ডাঃ বনমালী বালা, ১৫ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সত্যেন ঘোষ ও আয়োজক সংস্থার সভাপতি তাপস মুখার্জি প্রমূখ। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রায় ২৭৫ জন শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। জি বাংলাখ্যাত শিশু শিল্পী অয়ন্তিকা সিংহ রায় নৃত্য পরিবেশন করেন। এর পাশাপাশি প্রায় ১৭৫ জন দুস্থ শিশুকে কম্বল বিতরন করা হয়। সংস্থার সম্পাদক অরুন কুমার সিংহ রায় জানান, প্রায় ২৫ বছর আগে মাত্র ৮–১০ জন বন্ধু–বান্ধব মিলে একটি ঘরোয়া পরিবেশে এই সংস্থা গড়ে তোলেন। মূলত সমাজসেবা করার তাগিদেই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪৫। সমাজ সেবার জন্য দিল্লিতে পুরস্কার প্রাপ্ত অরুন বাবু জানান, সারা বছরই এই সংস্থা দুঃস্থ শিশুদের পাঠ্যবই প্রদান,বস্ত্র দান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, অসুস্থ রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা এই সকল সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে। এই মহৎ কাজে এগিয়ে এসেছেন নালিকূলের মা সারদা মঠের প্রব্রাজিকা সেবাপ্রণা মাতাজি, রিষড়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রভূদানন্দ মহারাজ, চক্ষু বিশেষ' ডাঃ সুপ্রীয় চক্রবর্তী, অসীম চক্রবর্তী, মায়া ব্যানার্জীর মত প্রবীণ শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রমূখ সংস্থার সদস্যবৃন্দরা।

ঐদিনই উত্তরপাড়া গণভবনে 'তৃণভূমি মনে' সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে এক মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া–কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, হুগলি জেলা পরিষদের সদস্যা করবী মান্না প্রমুখ। নৃত্যশিল্পী স্বাগতা ভট্যাচার্য 'গনেশ বন্দনা'–র মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে। এরপর বাণী দাস, পুজা রায় নৃত্য পরিবেশন করে। তবে অনুষ্ঠানে সকলের নজর কেড়ে নেয় 'রাগে–অনুরাগে', 'চোখের বালি' ইত্যাদি সিরিয়ালের জনপ্রিয় শিশু শিল্পী বছর পাঁচেকের সাগরিকা গাঙ্গুলী। সবশেষে 'সমাজের অন্ধকার' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উত্তরপাড়া মাখলা হাইস্কুলের শিক্ষিকা ডলি ঘোষ যাদব।

সাহিত্য আড্ডায় চাঁদের হাট

সৈকত ঘোষ : সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারে 'সাহিত্যের বেলাভূমি' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত 'বিজয়া সম্মেলন ও সাহিত্য আড্ডায়' উপস্থিত ছিলেন জেলার বহু বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক, কবিতা, গান, গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাকক্ষ। উপস্থিত ছিলেন কবি দীপক হালদার, কবি রফিক উল ইসলাম, কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গল্পকার অমিতাভ দত্ত, সাহিত্যিক শিশির দাস, শান্তনু প্রধান, কবি ও সম্পাদক অরুণ পাঠক, সুরজিৎ প্রামাণিক, কবি সুব্রত ভুঁইয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি–প্রাবন্ধিক ও গবেষক সোমব্রত সরকার। ওদিন 'বেলাভূমি প্রকাশনা' থেকে প্রাকশিত শিশির দাসের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নের উড়ান' ও সুরজিৎ প্রামাণিকের 'শূন্য প্রতিধ্বনির অন্ধকারে' বই দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

সত্যমেব জয়তে

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয় সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্মারক নং– ১৮১২/এসএনবি তাং–১৭.১১.২০১৫

দক্ষিন ২৪ পরগনা সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরন প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্য গ্রাম রোজগার সেবক পদে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের চুক্তিবদ্ধ করান হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
বনহুগলী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
বনহুগলী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
বনহুগলী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
কালিকাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
কালিকাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১

১) **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** প্রার্থীকে অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ন বিজ্ঞান শাখায় ৫০% প্রাপ্ত নম্বর।

২)**কম্পিউটার বিষয়ক যোগ্যতা :** প্রার্থীকে যে কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয় ছয় মাসের প্রশিক্ষন উত্তীর্ন হতে হবে।

৩) **স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়স** – প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরের কম হতে হবে এবং বাহিরে কাজ করবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

উপরিউক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা সাদা কাগজে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সোনারপুর ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিকট শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের স্বপ্রত্যায়িত অনুলিপি সহ আগামী ২৬–১১–২০১৫ তারিখের মধ্যে সোনারপুর ব্লক অফিসে জমা দিতে হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সোনারপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা

নামখানা ইউনিয়ন কো–অপারেটিভ লার্জ সাইজড্ প্রাইমারী এগ্রিকালচার্যাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর Group 'D' নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি।

- শিক্ষাগত যোগ্যতা–উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।
- বয়স ২০–৩৫ বৎসর (০১/১১/২০১৫ তাং পর্যন্ত্য)।
- কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকিতে হইবে।
- আবেদনকারীকে অবশ্যই নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত ও হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ও দক্ষিণ চন্দনপিড়ি মৌজার স্থায়ী অধিবাসী হইতে হইবে।

বায়োডাটা সহ আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৫ই ডিসেম্বর, ২০১৫ শনিবার। উক্ত আবেদন পত্র সমূহ শিবনগর আবাদ স্থিত প্রধান কার্যালয়ে কার্য্যকাল সময়ে নেওয়া হইবে।

পরিমল পাত্র
সম্পাদক
নামখানা ইউনিয়ন কোঃ অপাঃ
এল.এস. প্যাকস্ লিঃ

গবেষণা পরিষদে ইতিহাস চর্চা সেমিনার

অরিন্দম রায়চৌধুরী : গত ৮ নভেম্বর গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে 'আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা' বিষয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রকেতু গড় খ্যাত অধ্যাপক ড. গৌরীশংকর দে। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রণতোষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক পরিতোষ ঘোষ প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন মৃণালকান্তি সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু দাস, রামমোহন দত্ত, সামিরুল হক। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক গৌরীশংকর বাবু বলেন, ইতিহাস চর্চা বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান ও লেখা বিষয়ে যেন ভুল তথ্য উঠে না আসে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে এবং ছাপার আগে আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ দীপককুমার দাঁ।

শারদোৎসব ও দীপাবলী উৎসব জুড়ে কোথাও ডি জে বাজল না হাবড়ায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানার সাফল্যের মুকুটে একের পর এক পালকের সংযোজন হয়ে চলেছে। অনেকদিন আগেই গাঁজা, চোলাই, সাট্টা, জুয়া এতদঞ্চলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইসব অসামাজিক কর্মকান্ড বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ করেন হাবড়া থানার পূর্বতন আই সি অনিল রায়। তিনি বদলি হবার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও এইসব অসামাজিক কর্মকান্ড বন্ধে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে মৈনাকবাবু হাবড়া থানার যোগদান করেন। দুবছরেরও কম সময়ের মধ্যে হাবড়াকে তিনি প্রায় 'ক্রাইম ফ্রি জোন' (সমাজবিরোধীমুক্ত অঞ্চল)–এ পরিণত করেছেন। এ বছর দুর্গাপুজো ও কালীপুজোতেও তিনি এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করেন। হাবড়া থানা এলাকা জুড়ে ডি জে বাজনা নিষিদ্ধ করেন। হাবড়ায় এবছর প্রায় ৩০০টি কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে উচ্চ ধ্বনির এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্র এলাকার শান্তিশৃঙ্খলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। একারণে মৈনাকবাবু হাবড়া থানার পক্ষ থেকে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি 'লিফলেট' তৈরি করেন। যাতে সমস্ত পুজো কমিটি ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের প্রতি এই মর্মে বিশেষ আবেদন মুদ্রিত হয়। লিফলেটে পুজো কমিটিদের প্রতি আবেদন ছিল, 'মায়ের মূর্তি আনয়ন ও বিসর্জনে ডিজে বাজাবেন না এবং পুজোমন্ডপে উচ্চস্বরে মাইক বাজাবেন না।' ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন, 'লাইট ও সাউন্ড ব্যাবসায়ীগণ প্রশাসনের অনুমতি দেখে তবেই ডিজে ভাড়া দেবেন।' হাবড়া থানার এহেন সামাজিক উদ্যোগে সমগ্র হাবড়াবাসী মৈনাকবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাবড়ার বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্প্রতি হাবড়ার এক লক্ষ্মীপুজো উদ্বোধনে এসে বলেন, 'হাবড়া থানা প্রশাসনে মৈনাকবাবুর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে তিনি সমগ্র হাবড়াকে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছেন।' জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় হাবড়া থানার প্রশংসা করা হয়।

বর্ধমানের বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ নভেম্বর বর্ধমান জেলার মাথরুন শিবনিবাস মঞ্চে প্রবীণ চক্র আয়োজিত 'বিজয়া সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মঙ্গলকোটের প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রাহক প্রয়াত কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষাবিদ প্রয়াত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে এ মিনিট নীরবতা পালিত হয়। এরপর আহ্বান পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রবীন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক গুরুচরণ শরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মতিলাল মুখোপাধ্যায়, 'আহ্বান' পত্রিকার প্রকাশন ও লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শিক্ষাবিদ উদয়চাঁদ চৌধুরী, বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক চন্দ্রগোপাল ঘোষ, শিক্ষা বিভাগের আধিকারিক (নবান্ন) রিনা মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু যশ প্রমুখ। প্রত্যেককে ব্যাজ, উত্তরীয়, পুষ্পপুস্তক, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুমনা গড়াই। এছাড়া সংগীতে প্রিয়া মুখোপাধ্যায়, অমল ভট্টাচার্য, ভজহরি প্রামাণিক, ব্রততী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহ নৃত্যে সুমনা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা যশ, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিম্পা নন্দী, তৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সুবর্ণা পাল বিশেষ প্রশংসনীয়। এছাড়া শিশুদের আবৃত্তি করার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। শিক্ষাবিদ ধনঞ্জয় ঘোষ ও চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনা বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতি বিশেষ নজর কাড়ে।

কবি সম্মেলন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : ঠাকুরনগরের সুকান্ত পল্লির তরুণ সংঘের মঞ্চে ১১ নভেম্বর বিকাল চারটায় বঙ্গীয় প্রগতি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক শিল্পী পিউ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক চিন্ময় গোলদার। প্রধান অতিথি ছিলেন কবি কিশলয় বসু। মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন দত্ত, পাঁচুগোপাল হাজরা, অর্চনা দে বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ বালা, নবকুমার বিশ্বাস, পলাশ মণ্ডল, শ্রী শঙ্কর, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, অনুশ্রী চক্রবর্তী, কবি ও ঔপন্যাসিক সুভাষ মল্লিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, কবি তারা শঙ্কর আচার্য ও সুশান্ত নাগ প্রমুখ। চল্লিশ জন কবির উপস্থিতি ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে দীপাবলীর আনন্দঘন আবহে আরও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। সঙ্গীতে ছিলেন লোকশিল্পী অনুশ্রী চক্রবর্তী, শুকলাল সিকদার, জীবনানন্দ সরকার প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন কবি জয়ন্ত মালী, অশ্রুকণা অধিকারী, তারাশঙ্কর আচার্য, সুশান্ত নাগ, তাপস তরফদার, শুকদেব বিশ্বাস, প্রদীপ মণ্ডল, পলাশ মণ্ডল, নবকুমার বিশ্বাস, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, অর্চনা দে বিশ্বাস, অমৃতলাল বিশ্বাস, প্রেমানন্দ রায়, কালীপদ সরকার, শিবেন মজুমদার, তপন রায়, হরষিত রায়, কমল বিশ্বাস, সুভদ্রা বিশ্বাস, দীপক মণ্ডল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তরুন সংঘের সার্বিক সহযোগিতায় সুন্দর হয়ে ওঠে। সঞ্চালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি চিন্ময় গোলদার।

দেশ – দেশান্তরে

একুশ শতকে এক বড় পদক্ষেপ

সৌদি আরবে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার

মুজফ্ফর হোসেন

সৌদি আরবের নাম কানে শোনামাত্র আমারচোখের সামনে এমন এক দেশ ভেসে উঠল যেখানে কেবল বালি আর বালি। ওই রাশি রাশি বালির মধ্যে একা আরব, যার হাতে ধরা আছে উটো নাকের দড়ি। যার পিছনে চলছে লম্বা উটের সারি। এখানকার রাজা কট্টরপন্থী হিসেবে জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু খনিজ তেলের বিশাল খনি থাকার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ তাকে সমীহ করে চলে। এখানকার রাজাকে ইসলামি দেশগুলোর শাহেনসা বলা হয়। কারণ তিনি হলেন বড় তীর্থক্ষেত্র মক্কামদিনার মালিক। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে হজযাত্রা করে ধন্য হয়। কেবল ইসলামি দেশই নয়, বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী দেশগুলিও তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। ওখগানে মাটি কিছু কম নেই, কিন্তু বালির সমুদ্র হওয়ার কারণে সবুজ ভাব কেবল শহরের আশেপাশেই দেখা যায়। মহিলাদের রাস্তায় বেরোতে দেখা যায় না। যদিও বা দেখা যায় তাদের শরীর পর্দায় ঢাকা। তারা গাড়ি চালাতে জানে না এবং একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কেবল মাদ্রাসাতে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

মহিলা জগতের যত রকম প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা সব ওখানে দেখা যায়। গণতন্ত্রের পাখি ওখানে উড়তে দেখা যায় না এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্বে সংবাদমাধ্যমে পড়ে জানা গেল যে সেখানকার কট্টরপন্থী রাজা দেশের মহিলাদের ভোট দানের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে গণতন্ত্রই নেই সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকারের অর্থ কী? অবস্থা যাই হোক, অতঃপর সৌদি মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি ইসলামি দুনিয়াতে এক বিরাট পরিবর্তন। রাজা একনায়কতন্ত্রী হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের কোনো প্রভাব তো নেই, কিন্তু নগর, পঞ্চায়েত বা এই প্রকার কোনো গণতান্ত্রিক সংস্থাতে সৌদি মহারাজা মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছে।

সৌদিতে সবাই ভোটের কথা শুনেছে। ওই দেশ এমনই যেখানে বিদ্যালয় নিরীক্ষক কোনো ছাত্রীকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিয়েছে যে বিশেষ কোনো কবিতার প্রতি তার প্রেম আছে (ভাল লাগা)। ছাত্রীর মুখে 'প্রেম' শব্দ শুনতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নিরীক্ষক অবুঝ কর্মবয়সী ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নিরীক্ষক মহাশয় ওই ছাত্রীকে শাস্তি হিসেবে স্কুল থেকে নাম খারিজ করে দিয়েছে। তাই ওই আরবি নামক সমাজ মহিলাদের যদি ভোটদান অধিকার দেওয়ার কথা শোনা যায় তা চমৎকারই লাগে। সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে খোলা পরিবর্তন এসেছে তার ফলস্বরূপ মক্কা মদিনার দেশের মহিলাদের ভোট দিতে পারবে। সৌদি মহিলাদের কাছে এই সংবাদ এসে গিয়েছে যে আগামী (পৌরসভা/নগরপালিকা ভোটে তারা ভোট দিতে পারবে। ২১ শতাব্দীতে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে যে সৌদি রাজা লোকতন্ত্রের ভান করছে এবং পুরুষ জনগণের সঙ্গে মহিলাদের গণতান্ত্রিক সুফল ভোগ করার জন্য ভেবেও দেখবে না। সৌদি আরবে এই সামাজিক পরিবর্তনের কারণে ইসলামি জগতের কট্টরবাদীরা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

এই আদেশের ফলে এটা নিশ্চিত যে মক্কামদিনা, তাইফ, রিয়াজের মতো বড় শহরে আগামী যে নগরপালিকা নির্বাচন হবে (হজযাত্রা সমাপ্ত হওয়ার পর) তাতে ওখানকার মহিলারা প্রথমবার ভোটদান করবে। একথা সমস্ত সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথাও বলা হয়েছে যে মহিলারা ভোট দিতে পারলেও ভোটে প্রার্থী হতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে দৈনিক গেজেটের বক্তব্য – আপাতত মহিলাদের আংশিক বিজয় হয়েছে। যেদিন মহিলারা স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে কেবল সদস্যাই নয়, মেয়র হতে পারবেন – আসলে জয়লাভ তখনই হতে পারবে। তবুও সৌদি মহিলাদের গণতন্ত্রের প্রথম ধাকে যতটা সফলতা এসেছে তাতে প্রবাসী সৌদি নাগরিকেরা স্বাগত জানিয়ে নিজেদের প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছে।

নিজেদের দেশে এই আদেশের মদ্যে সারবত্তা না থাকলেও বিদেশে বসবাসকারী সৌদি মহিলারা পরস্পর সৌজন্য বিনিময় করছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে বর্তমানে সাংসদ হওয়া বা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গড়ার স্বপ্ন সফল হবে। আরবের মাটিতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু সৌদির প্রবাসী নাগরিকদের জন্য আসল গণতন্ত্র আসতে অনেক দেরি। কিছুদিন পূর্বে দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে বলেছে, সোশ্যাল মিডিয়ার লোকপ্রিয়তার কারণে পত্রিকার বিক্রি হঠাৎ করে কমে গেছে। এর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া ও সমাচারের শক্তি বাড়লে সামাজিক ভাবনাকেও তা প্রভাবিত করছে।

এই প্রকার খবরের ফলে সৌদি আরবে চিন্তার স্বাধীনতার এক নতুন পথ দেখা যাবে—এই আশা জাগছে। এখন তো এর বরুদ্ধে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে তো শিক্ষাজগতে সৌদি আরবে পশ্চাদগামীতা ও আমেরিকার মতো দেশ নিয়ম নীতি চালু করেছে – কোনো পিছিয়ে পড়া দেশে সামাজিক ক্রান্তি আসা ওদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু যখন 'ঘুমন্ত ড্রাগন' চীন জেগে উঠেছে এবং তার শক্তি সমগ্র দুনিয়া মেনে নিয়েছে তখন সৌদি আরবে সামাজিক বিপ্লব আসাটা আশ্চর্যের বিষয় হবে কি? এই পরিবর্তনকে গণতন্ত্রের চমৎকার বলা যাবে। কিছুদিন পূর্বে সৌদি আরবে অনেক শহরের পঞ্চায়েত ও নগরপালিকা নির্বাচনে মহিলাদের প্রথমবার ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে আজও অনেক লোক বিশ্বাস করছে না, কিন্তু বাস্তবিক পরিস্থিতি স্বীকার করতে বাধ্য। এটাকে মহিলা জগতে আসা বিপ্লব বলে সৌদি–সহ দুনিয়ার অনেক বড় দেশের সংবাদপত্র সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আজ পর্যন্ত সৌদি মহিলারা অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অধিকার থেমে বঞ্চিত ছিল — তাই এটা অন্ধকারের মধ্যে প্রথম আলোর রেখার মতো। দেশে বিদেশে সকলে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে সৌদি আরবের রাস্তায় মহিলারা গাড়ি চালাতে পারত না সেখানে বর্তমানে তারা প্রশাসন ও সরকার গঠনে অংশীদার হচ্ছে। অবশ্যই এটা ওদের কাছে বড় পরিবর্তনের পালা বলা যেতে পারে।

যে সমস্ত মহিলারা নিজেদের নাম ভোটার তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে তাদের বলা হচ্ছে বর্তমানে তারা কেবল ভোটারই নয়, ভোটে প্রার্থী হয়ে নির্বাচন লড়তে পারবে। তাদের এই আশীর্বাদ স্বর্গীয় রাজা আবদুল্লা ২০১১ সালেই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গত দু'বছরের সংঘর্ষের পরিণাম স্বরূপ সৌদি মহিলারা ভোটদান করবে এবং নির্বাচনে লক্ষে নগর প্রশাসনে ভাগ্যবিধাতা হতে পারবে। প্রাক্তন রাজা আবদুল্লাকে এখানকার জনতা প্রগতিশীল রাজা বলছে।

কারণ গত দু'বছরে যা পরিবর্তন এসেছে, বিগত হাজার বছরেও তা আসেনি। আর তাঁর সময় থেকে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এইজন্য পরিবর্তনের বাহক রাজাআবদুল্লার প্রতি জনতা বিশেষত সৌদি মহিলারা কৃতজ্ঞ। শাহ্ আবদুল্লা নিজের পরামর্শদাতা মহলে মহিলাদের স্থান দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস চিল যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি ভাল কাজ করতে পারবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় ২০১৩–তে লন্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য সৌদি মহিলাদের সম্মতি দেওয়া হয়েছে। সৌদি মহিলারা নিজেদের শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে এই প্রতিযোগিতায় ভাগ নিয়েছিল। যদিও এখন সরকারিভাবে মহিলারা রাস্তায় গাড়ি চলাতে পারে, তা সত্ত্বেও সর্বসাধারণ দৃশ্য বলা যাবে না।

এর পিছনের নিয়ম রাজার নয়, বরং এলাকার সমাজে ফতোয়া প্রদানকারী মোল্লা ও মৌলবাদীদের। সৌদি আরবে শরিয়ত ও সুন্নত নিয়মে সমাজ চলে। তাই মোল্লা বা মৌলবিরা সাধারণ জনগণকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয় না। ওদের প্রভাব এতটাই প্রবল যে মৌলবীদের সমানে কেউ মন খুলে কথা বলতে পারে না। ওদের বক্তব্য ইসলামি শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। ধর্মভিত্তিক শাসন হওয়ার জন্য মৌলবীরাই প্রধান। তাই ওখানকার জনগণকে আসল লড়াই লড়তে হবে কাটমুল্লাদের বিরুদ্ধে। সৌদি আরবের রাস্তায় কোনো মহিলা একা বেরোতে পারে না। যদি যেতেই হয় তবে সঙ্গে কোনো সঙ্গী থাকা চাই যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। পর্দানসীন হয়েও ওদের একা বাইরে যাওয়া মুশকিল। এটা বড় কঠিন শর্ত যা সমস্ত পরিবারকে মানতে হয়। মহিলারা যদি গাড়ি চালায় তবে পাশে কোনো নিকট সম্পর্কের সঙ্গীকে বসাতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্সে এই শর্ত লেখা আছে। উলেমাদের ফতোয়া সরকারি নিয়মের মতোই মানা বাধ্যতামূলক। সৌদি মহিলারা স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল ক্রিকেট খেলা দেখতে পারে না।

কারণ মোল্লাদের বক্তব্য মহিলারা খেলা দেখতে যায় না, পুরুষ খেলোয়াড়দের জঙ্ঘা দেখতে যায়। এই প্রকার নোংরা মানসিকতাকে কেউ মেনে নিতে পারে কি? সৌদি আরবে মহিলাদের 'ড্রেস কোড' খুবই গভীরভাবে পালন করতে হয়। ভিতরে যে কোনও বস্ত্র পরতে পারে কিন্তু উপরে একটা লম্বা কোটের মতো বস্ত্র পরতেই হবে। এর অবাধ্য হলে মৃত্যু। এই দণ্ড থেকে কারও মুক্তি নেই। পাঠকরা অবশ্যই জানেন যে এক রাজকুমারী পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। এই দণ্ড প্রতি শুক্রবার দুপুরে নমাজের পর প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা করা হয়।

সৌদি নিয়ম অনুসারে টিভি–তে খবর পড়া বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় মহিলাদের বস্ত্র সম্পর্কিত নির্ধারিত কোড মানতে হয়। একথা জানার পর কোনো ব্যক্তি বলতে পারেন — যে দেশে মহিলাদের এত প্রতিবন্ধকতা, সেখানে মহিলাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া ২১ শতাব্দীতে এক বড় পদক্ষেপ।

এক নজরে

নাস্তিকরা সন্ত্রাসী!

বিশেষ সংবাদদাতা : এবার নাস্তিকদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে সৌদি আরব। কঠোর ধর্মীয় রীতিনীতির দেশটিতে নাস্তিকদের সন্ত্রাসী হিসাবে গণ্য করে বেশ কয়েকটি আইনও জারি করা হয়েছে। এছাড়াও সৌদি রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে এমন বিরোধী মতামতের প্রতি শঙ্কা থেকে সৌদি বাদশা কয়েকটি রাজ–আদেশ জারি করেছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি জানায়, সম্প্রতি সৌদি আরবে উদারপন্থী লেখক কর্মী রায়েক বাদাউইকে আটকের পর থেকেই সৌদিতে মুক্তমতের উত্থান নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয় রাজ পরিবারে। এজন্য ইসলামের মৌল বিষয় নিয়ে কোনও রকম সমালোচনা, সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনও রকম কর্মকান্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা করতে ডিক্রি জারি করেছে সৌদি।

পাহাড় ধসে প্রাণহানি

বিশেষ সংবাদদাতা: কয়েকদিন বন্যায় চিনের পূর্বাঞ্চলে লেজিয়াৎ প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে পাহাড় ধসে মারা গিয়েছে ২১ জন মানুষ। বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ। ধসে যাওয়া পাহাড়ের নিচে জীবিতদের সন্ধানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দুই হাজারের বেশি দমকল কর্মী। উদ্ধার কাজে ব্যবহার হয় এমন যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘটনাস্থলে রয়েছে দমকল কর্মী। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনার প্রায় দেড় দিন পর শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। তবে অনেক জায়গায় পৌঁছতেই পারছে না উদ্ধারকারী কর্মীরা। যদিও এখনও পর্যন্ত মাত্র একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে জানা গিয়েছে এখনো অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন, তাদের মদ্যে বেশির ভাগ বয়স্ক ও শিশু।

খুনি মা

বিশেষ সংবাদদাতা : নিজের ৮টি বাচ্চাকে খুন করল মা। এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হল ওই মহিলাকে। ঘটনাটি ঘটেছে জার্মানির বার্লিনে ব্যাভারিয়ান শহরের ওয়ালেনফলসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪৫ বছর বয়সি ওই মহিলাকে কাছাকাছি একটি শহর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। থানায় এসে নিজের মুখে খুনের কথা স্বীকার করেন ওই মহিলা। তবে কি কারণে ওই মহিলা খুন করেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ওই মহিলার সাথে একজন ৫৫ বছর বয়সী পুরুষ থাকতেন তাকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢোকানো অবস্থায় যে সমস্ত শিশুর মৃতদেহগুলি পাওয়া গিয়েছে তাদের বাচ্চাদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 4, 21 November - 27 November, 2015

বারাসত, মধ্যমগ্রাম সহ উত্তর চব্বিশ পরগনায় নির্বিঘ্নে দীপাবলী পালিত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

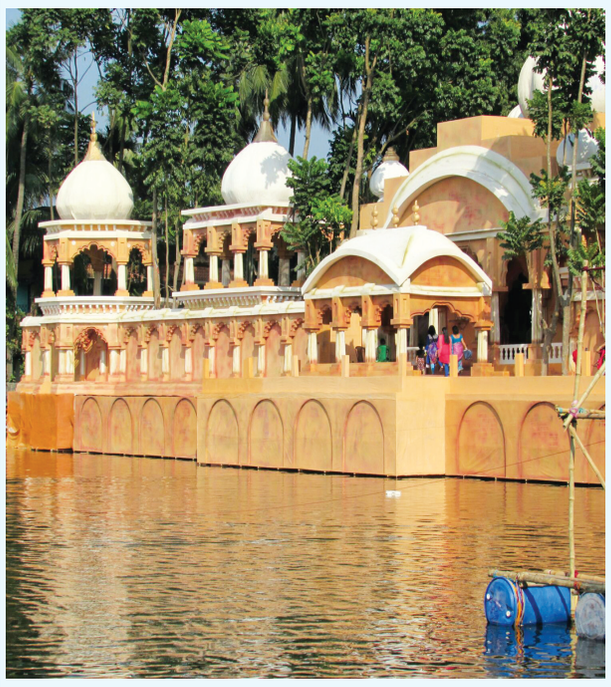

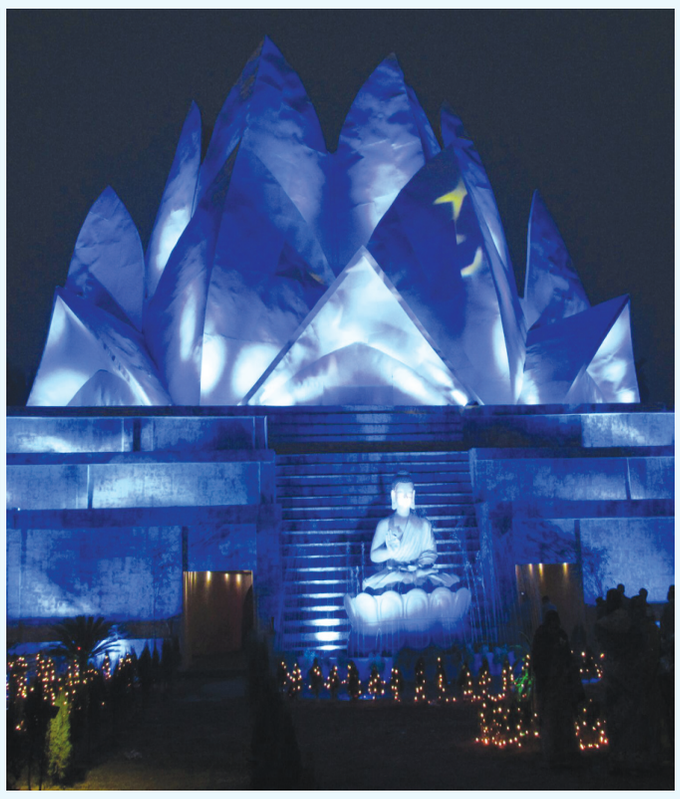

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের প্রতিশ্রুতিকে সম্মান দিল উৎসবের আকাশ। দুর্গাপুজো থেকে দীপাবলী পর্যন্ত আবহাওয়া পুজো কমিটিগুলি ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগিতা করল। দুর্গাপুজোয় একটু আধটু বিরুদ্ধাচারণ করলেও দীপাবলীতে আকাশ ছিল সম্পূর্ণ অনুকূল। ফলে কালীপুজোখ্যাত বারাসত, মধ্যমগ্রাম সহ রাজারহাট, নৈহাটি, বারাকপুর, হাবড়া মিলিয়ে সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনায় ছিল দর্শনার্থীদের ঢল। কালীপুজোয় উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাশহর বারাসত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে আসছে। ২০১৫তেও সেই ট্র্যাডিশন'কে সসম্মানে ধরে রাখল এই জেলাশহর। কালীপুজোর দিন হলেও কার্যত সোমবার, ৯ নভেম্বর থেকেই প্রায় সমস্ত বড় পুজোগুলো তাদের আলোকসজ্জা ও মন্ডপ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল দর্শনার্থীদের জন্যে। রাজ্যপাল, মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেলিব্রিটিরা পুজো মণ্ডপগুলি উদ্বোধন করেন। সোমবার থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামে বারাসত, মধ্যমগ্রামে। বৃহস্পতিবার জনস্রোত উপচে পড়ে বিভিন্ন পুজো মন্ডপে। কিন্তু শুক্রবার ঘড়ির কাঁটায় রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় সমস্ত আলোকসজ্জা ও পুজো মণ্ডপের আলো। বারাসত মধ্যমগ্রাম সহ গোটা জেলা জুড়েই দেখা গেল একই চিত্র। সমস্ত পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা এদিন সন্ধ্যা থেকেই বারংবার ঘোষণা করেছিলেন তাড়াতাড়ি প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শন শেষ করতে। জেলা পুলিশ প্রশাসনের এই নির্দেশিকা কার্যকরীকরণ ও দশনার্থীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সমস্ত পুজো মণ্ডপেই ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, বারাসত, মধ্যমগ্রাম সহ সমগ্র জেলায় এবারে ছিল নির্বিঘ্নের দীপাবলী। এই নির্বিঘ্ন উৎসব জেলাবাসী সহ দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের উপহার দিতে ব্যাপক সক্রিয় ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার কালীপুজো হলেও কার্যত রবিবার থেকেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করে পুলিশ। বারাসতের সমস্ত পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে একাধিকবার মিটিং করে পুজোকে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন বারাসত থানার আইসি জয়প্রকাশ পান্ডে। পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলিও প্রশাসনের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। একারণে কোথাও কোনও ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও তা বৃহৎ অশান্তির আকার নেয়নি। পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী আগেই জানিয়েছিলেন, বারাসত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজোকে কেন্দ্র করে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হবে। বারাসত মধ্যমগ্রামসহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে টহল দিয়েছেন এএসপি (নর্থ) তরুণ হালদার, এএসপি (হেড কোয়ার্টার) গৌরবলাল সহ বিভিন্ন এসডিপিও সহ পুলিশ আধিকারিকরা। বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ছিল সতর্ক পুলিশি টহল। তবে বেশ কিছু রোড সাইড রোমিও গ্রেফতার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলা পুলিশের পাশাপাশি রেল পুলিশও ছিল দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় ব্যাপক সক্রিয়। জিআরপি'র পক্ষ থেকে বারাসত রেল স্টেশনে দুটি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র (অস্থায়ী) গঠন করা হয়েছে। রাতভর সেখানে ডিউটি করেছে পুলিশ। বারাসত মধ্যমগ্রাম সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলিতে সারাক্ষণ বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থাসহ পিসি পার্টি ও ভ্রাম্যমাণ পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে বারাসতের ১১ ও ১২ রেলগেট সহ জরুরি রেলগেটগুলি ও বারাসত কারশেড অঞ্চলে করা হয়েছিল বিশেষ জোরালো আলোর ব্যবস্থা বলে রেল পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

নয়ায় পটের মেলা, পটুয়াদের অর্থনীতিটা বদলাচ্ছে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে একদিন শুনলাম, মেদিনীপুরের (তখন অবিভক্ত, এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) নয়া-য় অনেক পটুয়া পট আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। এর বদলে কেউ ক্ষেতখামারে, কেউ দিনমজুরি, কেউবা হকারি করছেন। কারণ পট আর কেউ দেখছে না, কেনাতো দূরের কথা। পটুয়ারা দু'বেলা পেট ভরে খাবার পাচ্ছেন না। আর আমার বেশ প্রিয় পটুয়া আনন্দ চিত্রকর পট আঁকার বদলে ভ্যানরিক্সা চালাচ্ছেন। সেসময় আনন্দ পট আঁকায় বেশ নাম করেছিলেন। যে হাতে তিনি পটের তুলি টানতেন, সেই হাতে এখন ভ্যান টানেন। আনন্দের বাবা পুলিন চিত্রকর সেইসময়ে বেশ নামী শিল্পী ছিলেন। নয়ায় আরো অনেকে ছিলেন সেইসময়, যাঁরা পটশিল্পে নাম করেছিলেন বেশ। কিন্তু, জেনেছিলাম অভাবের চোটে এঁরা আর কেউ পট আঁকতে পারছেন না, যে যেখানে পারছেন চলে যাচ্ছেন। মনটা খুব বিষন্ন হয়েছিল।

বিশ বছরে পটুয়াদের আজ অনেক বদল হয়েছে। এখন পটশিল্পের চাহিদা বেড়েছে। পটুয়ারা পট এঁকেই তাঁদের উন্নতি করেছেন। ভোল বদলেছে নয়ার। এখানকার পটশিল্পেরও হাল ফিরেছে। পটুয়ারা পট আঁকছেন, গান গাইছেন। সেই পট বিক্রি হচ্ছে দেশে-বিদেশে। বহু পটুয়া পট বিক্রি করে পাকা বাড়ি করেছেন, নিজেদের নামে জমি কিনেছেন, দু'বেলা পেট ভরে খাবার পাচ্ছেন। পট বিক্রির টাকায় পোশাক-আশাক, হাল-চাল সব বদলেছে।

সেই নয়াতেই গত ১৩ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর হল পটমায়া – পটমেলা। আয়োজক পটুয়াদের সংগঠন চিত্রতরু। প্রধান সহযোগী সংগঠন 'বাংলা নাটক ডট কম'। বাংলা নাটক ডট কম-এর অন্যতম অধিকর্তা অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঞ্জন সেন মেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

১৫ নভেম্বর সকালবেলায় বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি এবং প্রণবদা, প্রণব গুহ। প্রণবদা ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু এসব বিষয়ে দারুণ আগ্রহ। নয়া যাব শুনে, বালিচক স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন আনন্দ চিত্রকর। পটুয়াপাড়ার অবস্থা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-রও দৈন্যদশা ঘুঁচেছে। আনন্দ নয়া ছাড়া নাড়াজোল পটুয়াপাড়ায়ও একটা বাড়ি করেছেন। একটা মোটর সাইকেল কিনেছেন। আর তিনি নাড়াজোল থেকে এসেছেন, তাঁর মোটরসাইকেলে করে আমাদের নয়ায় নিয়ে যাবেন বলে। বালিচক স্টেশন থেকে নয়া ২০ কিমি দূর। মুন্ডমারি থেকে বাঁ দিকে ময়না রোডে কিছুটা গেলেই পিংলা থানার গ্রাম নয়া। আর সোজা রাস্তাটা গেছে সবং।

নয়ায় পটের মেলা এবার ছ' বছরে পড়ল। নয়ায় নেমে দেখলাম, গোটা পটুয়াপাড়াটাই যেন মেলা। নিজেদের বাড়ির উঠোনে, কিংবা নির্দিষ্ট স্টলে পটের পসরা নিয়ে বসেছেন ৬৭টি পরিবারের প্রায় ৩০০ পটশিল্পী। অনেকে গান গাইছেন। গেলবারে কেউ কেউ ৫০-৬০ হাজার টাকার পট বিক্রি করেছিলেন। এবার সেই অনুযায়ী বিক্রি কম। হতে পারে, কালীপুজো, ভাইফোঁটা প্রভৃতি নানা উৎসবের জন্য বাইরে থেকে লোক কম এসেছে। বাইরে বলতে কলকাতা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি বহু জায়গা থেকে প্রচুর খদ্দের আসেন এখানে। অবশ্য এখানকার বেশিরভাগ ক্রেতা আসেন বিদেশ থেকে। তাই, এখানকার যুবক পটুয়া সাজাহান চিত্রকর বলছিলেন, 'বিদেশে সর্বত্র মারামারি চলছে, বিদেশিরা আসতে ভয় পাচ্ছে এখানে।' অর্থাৎ, নয়ায় পট বিক্রি বাড়ছে-কমছে বিদেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

অবশ্য, ইলিয়াস চিত্রকর সে কথা বলেননি। তিনি বলছিলেন, 'এখন স্থানীয় মানুষেরাও পট কিনছেন। তাঁরা বলছেন, আমরা যাকে এতদিন পটি বলে এসেছি, বিদেশে ওর অত কদর! আর বিদেশে যাকে অত গুরুত্ব দেয়, তাকে আমরা ভালবাসা দুবনি কেন। আমরাও ঘর সাজাব পট দিয়ে। তাই, এবছর আমাদের গ্রামের লোকেরাও অনেক পট কিনেছে।' হ্যাঁ, দাম একটু কম পাওয়া যায় দেশের লোকের কাছে। বিদেশিরা বেশি টাকা দিয়ে পট কেনে। 'তা হোক, দেশের লোকেরা আমাদের জিনিস কিনলে, আমাদের কদরটাতো বাড়ে।' বলছেন ইলিয়াস।

আর কাস্টমারদের টেস্ট বুঝতে বুঝতে অনেকে বদলে ফেলেছেন নিজেদের আঁকার ঘরানা। এখানকার আনোয়ার চিত্রকর এখন পুরোপুরি অন্য ঘরানায় তৈরি করছেন তাঁর ছবি।তাঁর ছবিতে থ্রি-ডি এফেক্ট। জীবন্ত হয়ে উঠছে ছবি। আর সেই ছবি লাখ লাখ টাকায় বিকোচ্ছে মুম্বই, দিল্লি কিংবা বিদেশে। আনোয়ার মুম্বইতে একক প্রদর্শনী করার সুযোগ পাচ্ছেন। বহুবার বিদেশ যাওয়া আনোয়ার এখন ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাসী। নতুন নতুন ধারায় এঁকে চলেছেন তাঁর পট।

অবশ্য, এখানকার প্রবীণ চিত্রকর দু:খুশ্যাম সেই পুরনো ধারাতেই থাকতে চান। তিনি বলেন, 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। ট্র্যাডিশনাল ধারাটা ধরে রাখতে হবে।' তবে, এখানকার যুবক বাহাদুর চিত্রকর-এর মনে এসব নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তিনি বলেন, 'সব কিছুই বদলায়। কিন্তু, এই বদলানোগুলোকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ পুরনো পট গুছিয়ে রাখতে হবে।' সেই কারণেই তিনি এই গ্রামে তৈরি করেছেন, পটচিত্র সংগহ্রশালা। সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন সময়ের পট তিনি সংগ্রহ করে তাঁর সংগ্রহশালায় রেখেছেন। নানা জেলার পটে নানা রীতি। সেই রীতি জানতে হলে বাহাদুরের সংগ্রহশালায় আসতেই হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, তাঁর সংগ্রহশালায় আছে পাশাপাশি রাজ্যগুলির পটও। আর সেই সংগ্রহশালা দেখতে আসছেন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। আনুমানিক ২৫০০ বর্গফুট এলাকায় গড়ে উঠেছে তাঁর এই সংগ্রহশালা। শুধু পট নয়, তাঁর সংগ্রহশালায় আছে আরো বহু প্রাচীন শিল্প। আদিবাসীর পালকি, দক্ষিণ আফ্রিকার ঘানা জঙ্গলের মুখোশ, ব্রিটিশ আমলের পাখা (প্রায় ৪০ কেজি), কলের গান, বাইস্কোপ, মিশরের গাছের চালের শিল্পকলা, কাশ্মীরের কাষ্ঠখোদাই, বেলজিয়ামের কাঁচের শিল্প, বীরভূমের কাঁথা প্রভৃতি অনেক কিছু।

যাওয়া আসার পথে পথে

সব মিলিয়ে নয়া আজ সাফল্যের জায়গা। সকলের চেষ্টায় প্রাচীন পটশিল্পের ধারাটি আজ টিকে থাকার লড়াইএ সফল। সেই সাফল্যের সুর ছুঁয়ে যায় আজ সকল পটুয়ার জীবনকে। সেই সুরে এখানকার জামেলা চিত্রকর-এর জীবনও বদলেছে। যে জামেলাকে দিনের পর দিন খাবার দিতে পারেননি তাঁর কৃতী শিল্পী-বাবা পুলিন চিত্রকর, সেই জামেলা আজ জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করেছেন, ঘরে নতুন খাট, গ্যাস-ওভেন, টিভি, অনেককিছু। একটা তৃপ্তি জামেলার চোখে-মুখে। আর এসব হয়েছে পট বেচেই।

জামেলা তাঁর স্টলে বসে পট দেখাচ্ছিলেন। দেখাচ্ছিলেন, পাঞ্জাবিতে, জামায় পটের কাজ। সন্ধের সময় আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন। সামনে পুকুর, চারদিকে গাছপালা, একটা মোহময় পরিবেশ। জামেলা আর তাঁর মেয়ে দীপিকা কিছুতেই মেলার দিন রাত্রে আমাদের ছাড়তে চান না। 'মেলার দিন ঘরে 'কুটুম' এলে কেউ ছাড়ে নাকি?' দীপিকার এই আব্দারের সময় মাইকে ভেসে আসে, 'আসুন আসুন, এবার শুরু হবে মায়াজাল – ম্যাজিক শো'। রাত্রে ম্যাজিক শো-র দেখানোর নামে তাঁরা আমাদের আটকাতে চান। কিন্তু, ম্যাজিক-শো দেখার বদলে ভাবতে থাকি, ম্যাজিকতো এখানকার মানুষের জীবনটাই বদলে দিয়েছে। যে-ম্যাজিক এখানকার মানুষের জীবন বদলেছে, সেই ম্যাজিকের কথাই জানতে হবে।

একটি স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ২০ বছর থেকে ২৭ বছরের দু'-তিনজন যুবক পট বেচছেন। জানতে চাই, – পটুয়াদের এই বাজারটা থাকবেতো? পটুয়াদের কাজের মান সঠিক হচ্ছেতো?

সেই যুবকেরা ভ্যাবাচাকা খান। ওঁদের একজন বলেন,

– পটের বাজারটা হয়তো কমবে, তবে অন্য কোনো ধারার মধ্যে পটুয়ারা বেঁচে থাকবেন। এখন যাঁরা ঘর সাজাবার জন্য পট কিনছেন, তাঁরাতো আর কিনবেন না, কিন্তু ঘরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসে পট আঁকলে, সেটা তাঁরা কিনবেন।

আর একজন বলেন,

– আমরা নতুন যাঁরা পট আঁকছি, তাঁদের পট-চর্চাটা আরো বাড়াতে হবে। যে-কোনোভাবেই একটা কিছু এঁকে দিলেই হবে না।

ভালো লাগে আজকের প্রজন্মের পটুয়াদের এই কথোপকথন। দূর থেকে দেখি, আমার দিকে তাকিয়ে একজন হাসছেন। লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি। পরনে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি। কাছে এলে তাঁকে চিনতে পারি। আমার এক পটুয়া-বন্ধুর ভাই। ছোটবেলায় ওকে খুব সুন্দর পট আঁকতে দেখেছি। জানতে চাই,

– তোমার স্টল কোথায়?

– আমার স্টল নেই। আমিতো আর পট আঁকি না।

– কেন?

– ছবি আঁকাতো বারণ আমাদের।

বন্ধু-ভ্রাতা আর দাঁড়ায় না। দূরে সরে যায়। পটুয়ারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক-বাহক। একসময় পটুয়াদের স্থানীয় মানুষেরা ভালো চোখে দেখতেন না। সেইসময় স্থানীয়রা অভিযোগ করতেন, 'পটুয়ারা হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মের আচার পালন করে চলেছেন। তাঁরা মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেও, হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকেন এবং তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচার করেন।' এঁদের প্রায় প্রত্যেকের দুটি করে নাম – একটি হিন্দু নাম, অন্যটি মুসলমান। এইভাবেইতো অনেকদিন চলল। তাঁরা শিল্পী হিসেবেই বেঁচেছিলেন। কিন্তু, এখন একটা নতুন সঙ্কটের গন্ধ নাকে আসে। নয়ার পটুয়ারা ছবি আঁকার অধিকার হারাবেন নাতো? কোনো ধর্ম-সঙ্কট তৈরি হবে নাতো? শিল্পের গুণগত মান বজায় রেখে আগামী দিনে নতুনভাবে বাঁচার স্বীকৃতি আদায় করতে পারবেনতো?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তরগুলো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। মেলার সামনে পাকা রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক আসছে তখন। পটুয়াদের পাড়ায় মেলা দেখার জন্য আজ ভিড় উপচে পড়ছে। বিশ্বাস বাড়ে, বৃহত্তর একটা সমাজ টিকিয়ে রাখবে লোকশিল্পের এই প্রাচীন ধারাটিকে।

পটুয়ারা নিজেদের জীবন দিয়েই রক্ষা করছেন আমাদের দেশজ ঐতিহ্য কিংবা সংস্কৃতি। আমাদের পুরনো সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে – এই অভিযোগের মধ্যেইতো পটশিল্প নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, মানুষ আবার নিজের শেকড়ের সন্ধানে পুরনো দিনে ফিরবে। একঘেয়েমি কাটাতে দেশজ ঐতিহ্যইতো ভরসা। তাই, পটচিত্র আজ আঁকা হচ্ছে শাড়িতে, পাঞ্জাবিতে, জামায়, গেঞ্জিতে, ঘরের দেওয়ালে, বাড়ির অন্যান্য আসবাবপত্রে। কোথায় নয়?

একটা তৃপ্তি নিয়ে বেরিয়ে আসি। গাড়িতে ওঠার সময় প্রণবদা উল্লসিত হয়ে বলেন, 'দু:খু দা (দু:খুশ্যাম চিত্রকর) আর আনন্দ চিত্রকরকে নিয়ে একটা পটের গানের অনুষ্ঠান করব সামালিতে।' সামালি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি গ্রাম। প্রণবদা এখানে নানারকম কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সেই পরিকল্পনা করতে করতে আমরা ফিরতে থাকি হাওড়ার দিকে। দাবানলের মতন আবার ছড়িয়ে পড়বে পটের গান এবং পটশিল্প চর্চা।

মাঙ্গলিকী

সঙ্গীত আর সাহিত্যের তরজা–সমৃদ্ধ মজলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম পুঁটিয়ারী রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সভা জমে উঠল সঙ্গীত আর সাহিত্যের তরজায়! শুরু হল বালক সঙ্গীত শিল্পী ('বালক বীরের বেশে'!) অপ্রতিম চ্যাটার্জীর গান দিয়ে। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী সোমা পণ্ডিতের গান আজও এই প্রতিবেদকের হৃদয়ে অনুরণন তোলে। আরও গানে গানে উজ্জ্বল ছিলেন শিবানী দত্ত, দেবাশীষ গুহ, মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায় (পরে দলবদল করে সাহিত্য পাঠের দলেও যোগদান করেন!), কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু (অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনা), গীতা অধিকারী (কীর্তন ঘরাণার গান) প্রমুখ।

দুর্ভাগ্য, রত্না চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত 'আমার বেলা যে যায়' মাঝখান থেকে শুরু করলেন। ('একি গো বিস্ময়!') তাঁর সঙ্গীত শেষ হতেই সংগঠনের সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা অতি বিনম্র অথচ কঠোর ভাবেই শিল্পীর 'নিজস্বী' 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' পরিবেশনকে 'ভর্ৎসনা' করলেন তাঁর মন্তব্যে (ইদানীং এই 'ট্রেন্ড' দেখা যাচ্ছে বহু সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনে।)

এদিন প্রদীপ গুপ্তের রাজনীতির পরোক্ষ পটভূমিকায় রচিত গল্পটি ভাল লাগল। বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সুব্রত ভদ্রর 'প্রেম, ভালবাসা' গল্পটির প্লট বিন্যাস অভিনব। তাপ্তি ব্যানার্জীর রবীন্দ্র রচনা পাঠ ছিল আবেগমথিত। সৌরীণ চ্যাটার্জীর ইংরেজী শব্দাংশ 'শায়ন' খুবই ভাল। তবে রম্য রচনা পাঠে সুকুমার মণ্ডল এদিনও 'ছক্কা' হাঁকলেন দুর্গাপুজো নিয়ে তাঁর মজাদার লেখাটি শুনিয়ে। এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন সুজিত দেবনাথ (স্রোতস্বিনী), নিমাই মিত্র (আকাশ প্রদীপ), অরুণ গুহ (অন্ধকার এসেছে আজ রবীন্দ্র কবিতা পাঠে), অসীমা মুখোপাধ্যায় (সময় নিয়ে) প্রমুখ। আবৃত্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন সুরজিত দাস, শীলা দাস, চয়ন ব্যানার্জী (না, 'নীরবতা'–র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন... সাবাশ।) প্রমুখ। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক। 'ষণ্ড পাষণ্ড কথা'— জমলো কি? বড় করে 'প্রশ্ন চিহ্ন' রইল...

আর আসরকে হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠে শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা।

শারদীয়া থিম যখন ''স্বাস্থ্য সচেতনতা''

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএমএ'র স্বাস্থ্য সচেতনতায় শারদ সম্মান'' পুরস্কার পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার অন্তর্গত ডোঙাড়িয়া মোড় পূজা কমিটি। আইএমএ–এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত বার থেকে এই পুরস্কার চালু করেছে। ২০১৫ এর এই সম্মান ডোঙাড়িয়া মোড় পূজা কমিটিকে দেওয়া হবে এই ঘোষণা করলেন সংগঠনের ট্রেজারার ডাঃ অমিতাভ দত্ত। গত ২০ অক্টোবর সপ্তমীর দিন ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সংক্রমণ নিবারণের উদ্দেশ্যে ডোঙাড়িয়া মোড় পূজো কমিটি আয়োজিত মশারি বিতরণ মঞ্চে প্রধান অতিথিরূপে আহূত ডাঃ অমিতাভ দত্ত বললেন, আমি বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ শুনেছি কিন্তু মশারী বিতরণ এই প্রথম শুনলাম এবং এই ব্যবস্থাপনায় আমি অভিভূত। স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর এই সম্পদে যদি খামতি থাকে তবে উৎসব যত বড় আয়োজনেরই হোক না কেন আনন্দের বার্তা বহন করবে না তার কাছে। মশারির মধ্যে শয়ন, জমা জল পরিষ্কার ও রক্ত পরীক্ষা এই সচেতনাই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার। তিনি বলেন ডেঙ্গুর জন্য 'এলাইজা' মেথডে রক্ত পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়।সভায় আইএলএর প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ অনিল কান্তি দাস পুজোয় যে স্বাস্থ্য সচেতনায় গুরুত্ব দিয়েছেন সেই জন্য কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করার বিষয়ে সচেতন হবার ডাক দেন। আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট নিবন্ধকার নির্মল গোস্বামী কমিটির সেবামুখী মানসিকতার প্রশংসা করেন। এর আগে ১০ তারিখে জেনারেল স্বাস্থ্য শিবিরে ৭১ জন মানুষ চেক আপ করান তাতে ১৩ জনের ব্লাড সুগার চিহ্নিত হয়। ১৯ তারিখে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে আগত মানুষের মধ্যে ২১ জনের ছানি অপারেশন ও চশমার দায়িত্ব নেন আমতলার বিবেকানন্দ আই হসপিটাল। অভাবী মানুষদের মধ্যে ২০০ মশারী বিতারিত হয়। পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নেপাল ও ভূপাল মিস্ত্রি, সভাপতি রণজিৎ কুমার মাইতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুপ্রিয় রায়ের ব্যবস্থাপনায় এই স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি এলাকার সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশংসায় ঋদ্ধ হয়েছে।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাবে 'জ্যোতির্ময়ের' (সমাজ সেবা সংস্থা) পঞ্চম বার্ষিক মিলনোৎসব ডাক্তার সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক টুবলু দত্তের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে কুড়িজন দুঃস্থকে 'ছাতা' দান করা হয়। বক্তা ছিলেন শ্যামল দে বিশ্বাস, অভিজিৎ বসু, কাজল সরকার, স্বপন পালিত, তাপস সরকার, সুদীপ দাস, উদয় বসু প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিপ্রা রায়, সারদাপ্রিয়া সরকার, সুমা দাস ও অসীম মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে তবলা বাজান সমীর রায় ও সুব্রত সরকার। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন প্রদীপ্ত রায় চৌধুরী ও তনুশ্রী রায় চৌধরী। কবিতা পাঠ করেন শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী বসু ও ঐশি চক্রবর্তী।

ঝড়খালিতে বিনামূল্যে ক্যান্সার চিকিৎসা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা ঝড়খালি কোস্টাল থানার ঝড়খালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ঝড়খালি খগেন্দ্রনাথ স্মৃতি উদয়ন সমাজ সেবা সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে ক্যান্সার চিকিৎসার শিবিরের আয়োজন হয়। এদিন ১৭৩ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। এদিন শিবিরে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ রামকৃষ্ণ মণ্ডল বলেন কেডিসিসির সহযোগিতায় নিয়ে এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা শিবির আয়োজন করা হবে। এই শিবিরের আয়োজক কমিটির সম্পাদক অসিত মণ্ডল বলেন সুন্দরবনে বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র সীমানায় বসবাস করে। ফলে অর্থের অভাবে বহু রোগী সমস্যায় পড়ছে। এ দিনের শিবিরে ১৭৩ জনকে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করেছে। শুধু ক্যান্সার নয়, বাঘের আক্রমণে জখম এবং সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য এখানে একটা হাসপাতাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে যাতে এই সমস্ত রোগীরা আরও বেশি করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।

চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যায় আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে 'ইমেজ আর্টের' উদ্যোগে এক আকর্ষণীয় 'চিত্রাঙ্কন' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নৃত্য শিল্পী মধুবনী চট্টোপাধ্যায়। চিত্র শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও জহর দাশগুপ্ত। অংকন শিল্পীরা হলেন সুমিত গুহ, বেলা মুখোপাধ্যায়, জয়দেব ভট্টাচার্য ও তুলি গুহ। অসংখ্য দর্শকবৃন্দ শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৮ম ত্রিবার্ষিক হুগলি জেলা সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কল্যাণ দাস। তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর দু'দিন ধরে চলে সম্মেলন। সূর্যনারায়ণ মুখার্জী ও জ্যোতি প্রসন্ন সেনগুপ্ত নামকরণ করা হয়। ডাঃ হিরন্ময় ঘোষালের গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। সংগঠনের কার্যকরী সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক গৌতম সরকার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯ দফা দাবি এবং রাজ্য সরকারের

কাছে শিক্ষকদের ৩৯ দফা দাবি রাখা হয়েছে। এদিন সকালে ভদ্রেশ্বর স্টেশন থেকে মিছিল শুরু হয়ে ভদ্রেশ্বর থানায় শেষ হয়। এতে ৩৫০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেবগোপাল চক্রবর্তী। এই নিখিল বঙ্গ সমিতির সভাপতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দেবাশিস সরকার। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মোহন দাস পণ্ডিত, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মন্টু চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মাচরণ মুখোপাধ্যায়, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, অচিন কুমার সুর, সুমন চক্রবর্তী প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণতলা গ্রামে তৃতীয় রক্তদান শিবির

তাপস নস্কর

গত ১২ই নভেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত নারায়ণতলা গ্রামে আনন্দময়ী ক্লাবের উদ্যোগে তৃতীয়তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতা থেকে ৭৫ কিমি দূরে কলকাতার লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাংকের পাঁচ জনের মেডিক্যাল টিম যথা সময়ে চলে আসেন। কলকাতা থেকে অতিথিরাও ঠিক সময়ে চলে আসেন। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেন।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর অরিন্দম আচার্য, বিশেষ অতিথি বাসন্তী ব্লকের বিডিও অফিসার কওসার আলি শেখ, দ্য পেনের সভাপতি রঞ্জন গুপ্ত, দ্য পেনের সম্পাদক সুগত চৌধুরী, বাংলা আকাদেমি থেকে আগত যতীন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তারবাবু, ক্লাবের সভাপতি বাসরী সর্দার, ক্লাবের সম্পাদক শংকর মন্ডল একে একে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন।

বিডিও সাহেব তার বক্তব্যে বলেন, এই গ্রামে এসে নিজের জন্মভূমি বিহারের নিজের গ্রামের ছবির সঙ্গে মিল খুঁজে পাই, আমি তো আছি আপনাদেরও আমার সঙ্গে থেকে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কবি রঞ্জন গুপ্ত বলেন এই গ্রামে আসতে পেরে এবং গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে তিনি খুশি। তিনি এখান থেকে অনেক অজানা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছেন। ছবি নির্মাতা ও কবি সুগত চৌধুরী বলেন এই গ্রামের মানুষের আত্মত্যাগ ও রক্তদান কখনওই কোনও ভাবেই বিফলে যাবে না। তিনি এখানে আসতে পেরে ভীষণ খুশি। বাংলা আকাদেমি থেকে আগত সমাজবন্ধু যতীন্দ্রনাথ সরকার বলেন যে উৎসবের ভরা মরসুমে সবাই আনন্দ বিনোদন ও আত্মীয়–স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ঠিক এইসময় মেডিক্যালে রক্তের প্রচন্ড চাহিদা থাকে। এমন অসময়ে তাদের এই ভীষণ কঠিন কাজ ও আত্মত্যাগ যা ভেবে অবাক হতে হয়। এক কথায় তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রাক্তন পুলিশ ইনস্পেক্টর অরিন্দমবাবু তার বক্তব্যে জানান এমন পিছিয়ে পড়া গ্রামে এমন সচেতন মানুষজন আছেন যা ভেবে অবাক হতে হয় এবং তাদের এই মহান ত্যাগ আশেপাশে গ্রামের মানুষজনকে অবাক করে দিয়েছে ও আত্মত্যাগের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তিনি সুন্দরবনের বিভিন্ন থানায় ওসি থাকাকালীন বহু মহিলাদের পাচারচক্র থেকে উদ্ধার করে এনে তাদের সমাজের মূল স্রোতে সসম্মানে ও সমর্যাদায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার এই মহত কাজের জন্য এই গ্রামের সকলে তাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। এই গুরুতর অপরাধকে কড়া হাতে রুখতে তিনি কয়েক বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে স্বাধীনভাবে প্রচারের কাজে নেমেছেন ও তিনি গঠন করেছেন একটি নারীপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সংগঠন। তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১০৯৮ ডায়াল নং–এর কথা তুলে ধরেন। এটি একটি মহিলা হেল্পলাইন, শুধু কলকাতা নয় ভারতের যে কোনও প্রান্তে যখনই কোনও মেয়ে বিপদের সম্মুখীন হবে, তক্ষুনি এই ১০৯৮ নং ডায়াল করলেই তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। নম্বরটি তিনি উপস্থিত সকলকে মাথায় ও খাতার পাতায় লিখে রাখতে অনুরোধ করেন। যদি ভুলেও যান মনে পড়ার আরও সহজ উপায় তিনি বলে দেন। ১০৯৮ সংখ্যাটিকে উল্টে ৮৯১০ করে মনে রাখলেই ১০৯৮ এই হেল্পলাইন নম্বরটি চট করে মনে পড়ে যাবে।

এই রক্তদান শিবিরে ৬৫জন পুরুষ ও ১৬ জন মহিলা, অর্থাৎ মোট ৮১ জন রক্ত দান করেছে, যা এক কথায় প্রশংসনীয়।

যাদের একান্ত সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে এই কাজ সুসম্পন্ন হত না তারা হলেন বিজয়কৃষ্ণ মন্ডল, সুরঞ্জন মন্ডল, অসীম কুমার মন্ডল, প্রদীপ মন্ডল এবং সমাজবন্ধু তারাপদ করণ। সমীর গাঙ্গুলী পুরো অনুষ্ঠানকে সঞ্চালনা করে সামলে দিয়েছেন।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

আম আদমি (সম্পাদক — করুণাময় বিশ্বাস/সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যা) গল্প বিভাগে প্রসন্ন কোলে–র গল্পটি মনকে স্পর্শ করে। অণু গল্পে তরুণ কান্তি নাথ সবুজ রক্ষার জরুরি কথাটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদকের গল্পটিকে (টোটো সমাচার) জীবিকা সমাচার আখ্যা দেওয়া উচিত নয় কি? প্রবীণ লেখক চারুচন্দ্র আচার্যের ধারাবাহিক নিবন্ধটি কিন্তু বেশ এলোমেলো আত্মকথনে ভরা, অতীতের ইতিহাস বা সেই সময়ের ঘটনার স্মৃতিচারণা প্রত্যাশিত ছিল। তুলনায় মদন দাসের ধারাবাহিক (ভয়ঙ্কর সুন্দর অমরনাথ) বেশ এগোচ্ছে। কবিতা বিভাগে সলিল মিত্র, সৌমিত্র মজুমদার, বিধান সাহা, গিরিজা শঙ্কর মুখার্জী উজ্জ্বল। অসিত দত্তের জল–দূষণের উপর নিবন্ধটি সময়োচিত (পত্রিকার ঠিকানা – অরুণোদয় প্রকাশন, দক্ষিণ মল্লিকবাগান, শেওড়াফুলি, জেলা হুগলি ৭১২২২৩। ফোন/ই–মেল ২৬৩২৭৯২৩/৯৪৩২২৮২৪৭২ aamaadmimag@gmail.com)

সায়াহ্নে

(সম্পাদক – বিনয় দত্ত/শারদ ২০১৫ সংখ্যা) – আগমনী কবিতার দেবী বরণ করেছেন রমেশ সরকার। ডঃ দীপক পালের লেখাটি কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের কলমে পাওয়া গেল একটি নিটোল গল্প। সুব্রত ভট্টাচার্যের গল্পের রহস্যটি যদিও শেষাবধি কৌতুকে পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্বের বিন্যাস কিছুটা বাধ সেধে বসেছে। বাড়ির বদনাম বিক্রেতা প্রাণপণে লুকোতে চাইবে – সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে বিক্রেতা নিজেই গড়গড় করে সব ফাঁস করে দিচ্ছে। উল্লেখ করার মত কবিতা লিখেছেন বসুমিত্র দত্ত, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, বিধান সাহা প্রমুখ। (পত্রিকার ঠিকানা – শঙ্কর আবাসন, ৪৪ স্কুল রোড, পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা ৭০০ ০৯৩)

অরূপ রতন

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদক – সুনীল মুখোপাধ্যায়/শারদ ২০১৫) – আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতী দে, প্রদীপ সাহা, কানন পোড়ে, বিনয় ভড়, শিপ্রা গাইন, সন্ধ্যা খাড়া, ডঃ অরিজিত বাগ, অদৃশ্যনাথ প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। ছড়া ও কবিতা মিলেমিশে রয়েছে, ছড়াগুলির জন্য আলাদা স্থান করে দেওয়া কি খুব অসম্ভব। মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ সরকার, দিলীপ বাগের ছড়া ও সঙ্গে বাড়তি পাওনা জুনিয়র পি সি সরকারের অনবদ্য ছড়াটি। দিগম্বর দাশগুপ্তের ছড়াটি ওঁর সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ হল, এটা অপ্রত্যাশিত। প্রয়াত বিজ্ঞানী তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের উপর লেখা ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। দিলীপ কুমার খাঁড়ার গল্পটি (অজান্তে) নির্মাণ গত কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও ব্যতিক্রমী এবং সেই কারণে উল্লেখ্য। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩ ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউন্ড, সালকিয়া, হাওড়া ৭১১১০৬/৯৮৩০৩১৯৮২১)

শব্দকিরণ

(সম্পাদক – সমরজিৎ চক্রবর্তী/শারদ ১৪২২) নবম বর্ষের শব্দকিরণের স্বল্প–আঁচড়ের প্রচ্ছদ (পর্ণিয়া চক্রবর্তী) নজর কাড়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝা সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বেগমপুর অঞ্চলের ইতিকথা লিখেছেন স্বয়ং সম্পাদক, অত্যন্ত সাধু প্রয়াস। ষাটের দশকের দেশের কথা তুলে ধরেছেন পর্ণিয়া চক্রবর্তী, বেশ ব্যতিক্রমী প্রয়াস। সব মিলিয়ে নিবন্ধ–বিভাগ জমজমাট। পুষ্পা চক্রবর্তীর রম্য রচনার ঢঙে লেখা শ্রীকান্ত গল্পটি পাঠকদের ভালো লাগবে। ঝুমুর পান্ডে–র গল্পটি অনবদ্য (শিকল)। হাসির হিল্লোল উঠেছে সুকুমার মণ্ডলের (চোপ তদন্ত চলছে) গল্পে। কবিতা পর্বে হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু লাহিড়ী, পাপড়ি ভট্টাচার্য, আবদুস শুকুর খান, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিটলার হিলারী আভি, ঋজুরেখ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। পত্রিকার ঠিকানা – গ্রাম–আদান, পোঃ জনাই, জেলা হুগলি – ৭১২৩০৪।

ই–মেইল : sabdokiron@rediffmail.com or sjitchakraborty2010@gmail.com /
Phone : 943317793/9836641183

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(যুগ্ম সম্পাদক – দেবাশীষ রায়শর্মা ও বিধান সাহা/শারদীয়া ১৪২২) পুতুল ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত, প্রবীর নন্দী প্রমুখ মনোগ্রাহী গল্প উপহার দিয়েছেন। ছড়া কবিতায় ভরিয়ে দিয়েছেন মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ সাহা, ব্রততী চক্রবর্তী, সুবিমল মাইতি, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও সুনির্মল চক্রবর্তী প্রমুখেরা। স্মরজিত বিশ্বাসের কবিতাটি (একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে) শারদ সংখ্যায় কি অপরিহার্য ছিল। কচিকাঁচার আয়তন ছিমছাম হয়েছে বটে তবে এতে ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হয় নি। (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯এ, জজবাগান, হরিদেবপুর, কল ৭০০ ০৮২)

আকিঞ্চন

(সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য/সেপ্টেম্বর ২০১৫) প্রতিবাদ–ই যে পত্রিকার লক্ষ্য তা আগাগোড়া পাঠকদের স্মরণ থাকে। বিভিন্ন সমালোচকদের কলম থেকে নোবেল জয়ী ডঃ ইউনুস কিংবা ব্যাসদেব কেউই পার পায় নি। মহাভারতের গীতা নেহাতই আত্ম–প্রচার সর্বস্ব, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনীতির প্রচারক ইত্যাদি মন্তব্য করার পরে নিবন্ধের শেষ পর্বে লেখক বলছেন – শুধু ভারত নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কয়েক কোটি হিন্দু গীতাকে নিজেদের ধর্মপুস্তক বলেই মেনে চলেন। এতে লেখকের আপত্তির কারণ কোথায় বোঝা গেল না। পৃথিবীর মুসলিম সম্প্রদায় যদি কোরানকে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাইবেল–কে তাঁদের ধর্মপুস্তক বলে মেনে চলেন তাতেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। কেবল গীতা–র সার্বজনীন হওয়ার দায় থাকবে কেন। অমিত আচার্য, ইলা দাস, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখের কবিতা মনে দাগ কাটে। সময়ের দর্পণ আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৪, জজবাগান, হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮২)

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – সুনীল গুহ/শারদ ১৪২২) – দ্বিতীয় বছরে পড়ল পত্রিকাটি । নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মনে রাখার মত কবিতা উপহার দিয়েছেন প্রদীপ গুপ্ত, অনন্যা মিশ্র, আরতি দে, শংকর ব্রহ্ম, বিধান সাহা, উদয় চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। ছড়া বিভাগে শান্তনু মিত্র, পামেলা সরকার, গোবিন্দ মোদক ভালো ছড়া লিখেছেন। গল্পকার সুকুমার মণ্ডলের একটি মজার ছড়া পাওয়া গেল এই সংখ্যায়। স্বাদ বদল মন্দ হয় নি। দেবপ্রিয় দে–র অণু গল্পটি (শামুক) ভালো, তবে শেষ লাইনে লেখক নীতিবাক্যটি (কিংবা উপলব্ধিটুকু) লেখার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি, ওটা তো পাঠকদের মন থেকে উঠে আসার কথা। শেষপর্বে কৌতুকীর সন্নিবেশ পাঠকদের আগ্রহ বাড়াবে। (পত্রিকার ঠিকানা – গীতাঞ্জলী, বি–২, রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৮২।
ফোন – ৯০৮৮৮১৮৩৩৫)

শুভ প্রত্যাশা

(সম্পাদক – বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার/শারদ ১৪২২) ছিমছাম শীর্ণাকার পত্রিকাটি কিন্তু টিকে আছে ঠিক, এটাই তো লিটল ম্যাগের বৈশিষ্ট্য। প্রচ্ছদ চিত্রটি সুন্দর। কবিতায় অনন্যা মিশ্র, শিপ্রা পাইন, প্রদীপ গুপ্ত, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, সৌভিন চট্টোপাধ্যায়, শংকর ব্রহ্ম, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ মনে দাগ কেটেছেন। উদয় চক্রবর্তীর কবিতার শিরোনাম ঘরকণ্যা, সেট ঘরকন্না শব্দটির মুদ্রণ–প্রমাদ জনিত? শেফালী সরকারের কবিতায় ছড়ার আমেজ কিন্তু প্রয়োগ বিভ্রাটে এলোমেলো হয়ে গেছে। সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটিতে (হরিদাদের বুলবুল ভাজা) সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞাপনের ফানুস ফেটে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। স্বয়ং সম্পাদকের লেখা গল্পটি (বৈড়াল ব্রত) কিন্তু খবরের কাগজের খবর হয়ে থেকে গেল। একতরফা ন্যারেটিভ ধাঁচের বর্ণনা–র ফলে পাঠকেরা ঘটনার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেলেন না। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/৭০, শ্রীকলোনী, কলকাতা ৭০০ ০৯২
ফোন –৯৮৩০৯২৯৩৫২

যুগ সাগ্নিক

(নেতাজি নগর, কলকাতা – ৯২) (সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত) প্রাক শারদীয়া ক্রোড়পত্রকারে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব এটিকে একটি নিয়মিত সংখ্যার বদলে অতিরিক্ত প্রকাশন বলে ধরে নেওয়া সঙ্গত হবে। চমৎকার কয়েকটি কবিতা লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত কবি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু প্রমুখ। এছাড়াও উল্লেখের দাবি রাখেন অমিত গোস্বামী, পামেলা সরকার, শাশ্বতী সরকার, শুভাশীষ সরকার। দুর্গা পুজার পদ্ধতি–প্রকরণের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল। স্বাস্থ্যের যত্ন–কথা ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, ডঃ সোনালী মুখার্জী, পুজোর কদিন ভুরিভোজের জন্য কিছু বিশেষ রন্ধন–পদ্ধতি লিখেছেন ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল। কুমোরটুলির কথা লিখেছেন মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ গুপ্তের মরমী গল্পটি বিশেষ বার্তা বহন করে। সব মিলিয়ে শারদ–আবহ নির্মাণে এমন ধরনের পুস্তিকা লিটল ম্যাগাজিন ঘরানায় অভিনব।

নব উদ্দীপন

(সম্পাদক – নিত্যানন্দ দাস/শারদ ১৪২২) ছিমছাম সংখ্যাটিতে কয়েকটি ভালো কবিতার খোঁজ পাওয়া গেল শিপ্রা গাইন, অমিত চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীময়ী চক্রবর্তী প্রমুখের কলম থেকে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রতিবেদনটি আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। ঋষিণ মিত্রের আলাপচারিতার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সম্পাদকের অণু গল্প (ফেসবুক) এ সময়ের কথা, সপ্রতিভ লেখা। নিত্যানন্দ বাবুর অন্য অণু গল্পটি বিচিত্র অক্ষর–বিন্যাসের ফলে পাঠোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। সম্পাদকের কলমে একটি কবিতাও রয়েছে। রয়েছে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের বাসভূমিতে ভ্রমণের কথা, কিন্তু সেখানে স্থানীয় হোটেল–এ কি খেয়েছেন কিংবা তার মূল্যের কথা উল্লেখ কি খুব জরুরি। কবি দীনেশ দাশ–এর উপর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিও লিখেছেন সম্পাদক। লেখক কি কম পড়িয়াছে।

(পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া–৬।
ফোন –২৬৬৫০৮৩৯

তারুণ্য

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১) (সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল) ২৯ বর্ষের ১১৫তম সংখ্যাটি পত্রিকার সুনাম বহন করে চলেছে। শীর্ষ রচনা পর্যায়ে সন্তোষ সরকার, বিশোক শীল, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দিগম্বর দাশগুপ্ত, ডঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস, অনন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ মনোগ্রাহী স্মৃতিচারণ করেছেন। এই সংখ্যায় কবিতা বিভাগটি জমজমাট – গোলাম রসুল, সৌমিত বসু প্রমুখের পাশাপাশি একঝাঁক তরুণ কবিদের দুর্দান্ত কবিতা দেখা গেল। তাপস মাইতি, ওথেলো হক, বিকাশ চন্দ্র দাস, ভীম ঘোষ, জগদীশ হালদার, পার্থ সারথি সরকার, অলোক বেরা, শাশ্বতী সরকার আলাদা উল্লেখের দাবি রাখেন। ছড়া বিভাগে মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর্নিমল চক্রবর্তী, রাধামাধব মণ্ডল, ছোটদের বিভাগে গৌর দত্ত পোদ্দার, রিন্টা বন্দোপাধ্যায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের মন জয় করবে। টাকি অঞ্চলের কথা লিখেছেন অরিন্দম ঘোষ। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাদু–কথায় ভারতীয় জাদু ইতিহাসের সেই নাটকীয় মুহূর্তের কথা মূর্ত হয়েছে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধটি (প্রয়াত বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ কে কালাম) সময়োচিত। সৌরিণ চট্টোপাধ্যায় ও রস পাষণ্ডের গল্প দুটিতে মজার রসদ পাওয়া গিয়েছে। শেফালী সরকারের গল্পটি সফল মনস্তাত্ত্বিক গল্প। সুকুমার মণ্ডলের অনবদ্য গল্পটি (ছুট) অনায়াসে শীর্ষ রচনা বিভাগে ঢুকতে পারতো। শেষ পাতে চাটনির মতো কৌতুকীর সমাহার পত্রিকাটির অন্যতম টিআরপি।

(পত্রিকার ঠিকানা–৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা ৭০০ ০৪১।
ফোন –৯৯০৩৮৩৫৬১)

ঘুঁটি সাজাচ্ছেন হাবাস

দ্বিতীয়বার আইএসএল ঘরে তুলতে মরিয়া কলকাতা

কমল নস্কর

জমে উঠেছে আইএসএল। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে তাতে পুরোদমে সামিল অ্যাটলেটিকো কলকাতাও। প্রথম লগ্নে একেবারে কোনঠাসা থাকলেও যত রাউন্ড গড়াচ্ছে কলকাতার

খেলায় উত্তেজনা চরমে উঠছে। রসিকতা করে কলকাতার পাড় ফুটবল সমর্থকরা বলছেন, এটাই কলকাতার স্পিরিট। আগামী দিনে এই দমে ভর দিয়ে এবারের লিগ জয়ের স্বপ্নও দেখছেন তারা। প্রশ্ন উঠছে প্রথমদিকের অগোছালো কলকাতার সংসার কিভাবে পালটে গেল। অ্যাটলেটিকোর পালটে যাওয়া আবহের কৃতিত্ব সবাই দিচ্ছেন কোচ হাবাসের ওপর। গতবছর তারকা ফুটবলার ফিকরুর সঙ্গে ঝামেলার পরেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের দল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয় একেবারে ট্রফি জিতেই ছেড়েছিল। এবারেও চিত্রনাট্য খানিকটা যেন তেমনই। যা ইন্ধন যোগাচ্ছে কলকাতার ফের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাকে। কিন্তু কোন মন্ত্রে এতটাই পালটে গেল অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা। পরের পর ম্যাচে ঝড় তুলে জয় তুলে নিতেও থাকল তারা। এমতাবস্থায় সেমিফাইনাল অর্থাৎ নক-আউট রাউন্ডে ওঠার জোর রাস্তা তৈরিও করে ফেলেছে তারা। এখন বাকি কয়েকটা ম্যাচ যার মধ্যে মুম্বইকে ৭-০ উড়িয়ে দেওয়া গোয়া এফসি'র মতো দলও রয়েছে। তাই কলকাতার কাছে নিশ্চিতভাবে শক্ত পরীক্ষা হতে চলেছে এই কদিন। তাও যে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক মানসিকতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে কলকাতা দলটি তা যথেষ্ট আশাবাদী করে তুলছে ভক্তদের। শুধু সমর্থক বা ভক্তকূলই নয়। এই উৎসাহের ছবি মনোবল বাড়াচ্ছে টিম কর্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। সদ্য আমেরিকায় ব্যাট হাতে হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন বাংলার মহারাজ। হোক না যতই বুড়োদের ক্রিকেট। সৌরভের এই সুসময় হয়তো ইশারা করছে এবারে আইএসএল জিতে পরপর দুবার কাপ ঘরে তোলার। এখনও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব কঠিন। কিন্তু বাতাবরণ পালটে যাবে না কে বলতে পারে। সেদিকে নজর রেখে তাই কলকাতায় শীতের আমেজের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছে আইএসএল যুদ্ধ।

কলকাতার এই কামব্যাক যেমন বিস্ময় জাগিয়েছে তেমন আবার আইপিএল ক্রিকেটের কলকাতা পর্বের সঙ্গেও বিস্তর মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। সৌরভ অবশ্য আইপিএল চিত্রনাট্যে নায়ক হয়ে উঠতে পারেননি। টি-টোয়েন্টির এই মহা টুর্নামেন্টে সাফল্য পায়নি তাঁর অধিনায়কত্বাধীন কেকেআর। এই আবহটাই পুরো বদলে যায় গৌতম গম্ভীর অধিনায়ক হয়ে আসার পর। বস্তুত গৌতম-শাহরুখ যুগলবন্দিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রথম দু-তিন বছরের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে দু-দুবার আইপিএল জিতে নেয়। সেই ডবলের সম্ভাবনা এবার ফুটবলের মেগা ট্রফিতেও। আইএসএলে ডবল করতে মরিয়া হাবাস এবং তার টিম অ্যাটলেটিকো। শুধু হাবাস সাহেবই নন। কলকাতার দলের এই সাফল্যের মুকুটে পালক হয়ে উঠেছে বিদেশি তারকা হিউমের অসাধারণ ফুটবল বোধ এবং সর্বোপরি পারফরমেন্স। তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে ঘরের ছেলে রফিকের অন্তর্ভুক্তি। সবমিলিয়ে বেশ জমে ক্ষীর আইএসএল এবং কলকাতা। পোস্তিগার মতো অলরাউন্ড এবিলিটির ফুটবলার মাঠে নামার অনেক আগে থেকেই কলকাতা নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। হাবাসের সংসারে ক্রমশ নিজেকে অপরিহার্য করে তুলছেন হিউম। হ্যাটট্রিকের পরেও তার গোলখিদে একটুও কমছে না।

এর মধ্যে একটা কথা ভুললে চলবে না। কলকাতার এই কামব্যাক বা এটিকে'র এই স্মরণীয় ফিরে আসার পিছনে কলকাতার বা দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তো বটেই নামিদামি অনেকেই হাত দেখছেন স্প্যানিশ কোচ হাবাসেরই। ডু-ডংয়ের মতো কোরিয়ান তারকা যিনি অল্প দিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে এসেছেন এবং এখানকার মন জয় করেছেন তার মুখেও শুধুমাত্র হাবাসের নাম। ম্যানেজমেন্ট এবং কৌশলের জন্য রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন এই কোচ। বিশেষ করে সৌরভ এবং গোটা এটিকে পরিবার এবং ম্যানেজমেন্ট তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার ফলেই এই চমকদার রেজাল্ট বলে ধারণা অনেকেরই। তাছাড়া সব খেলার মতো এই টুর্নামেন্টেও লাক ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই রয়েছে। তাও চেন্নাইয়ের মতো এবারের লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলকে এভাবে উড়িয়ে দেওয়া ভালো কোচের মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই ধরে নেওয়া যায়। একটা আপশোস কলকাতা সমর্থকদের মনে বেশ রয়ে গিয়েছে। তা হল গোয়ার হয়ে জিকোর প্রশিক্ষণাধীন যে গোয়া এফসি মুম্বইকে আরবসাগরের তীরে যে সাত গোলের বন্যায় ধুয়িয়ে দিল তার জয়ের অন্যতম কারিগর কলকাতার হাতে এসেও ছিটকে গিয়েছে। বলাবাহুল্য এটিকের অবমাননা যেন বেশি করে জ্বালিয়ে তুলেছে কিছুদিন আগেও গড়ের মাঠ কাঁপানো নাইজেরীয় তারকা ডুডুকে। গোয়ার হয়ে মুম্বই বধের নেপথ্যে তাই ডুডুর নাম থাকবেই। এখানেই কলকাতার ফুটবল উন্মাদদের আক্ষেপ ডুডুকে নিলে বোধহয় ভালো করতেন হাবাস। ডুডুকে নিলে ভালো হত না খারাপ সেই প্রশ্নের জবাব না খুঁজে বরং সামনের গোয়া ম্যাচে জিকো-ডুডুর যুগলবন্দি বনাম হাবাস-হিউম কেমিস্ট্রির মধ্যে কে এগিয়ে তা দেখাই শ্রেয়। এটা ঠিক পোস্তিগার সার্ভিস যখন সেভাবে পাওয়াই গেল না তখন ডুডুকে নেওয়া হয়তো ঠিকঠাক হয়ে উঠতে পারত।

সৌরভদের ম্যানেজমেন্ট যতই ডুডুকে যোগ্য মনে করুন না কেন, তারা এই ব্যাপারটা ছেড়ে রেখেছেন পুরো হাবাসবাবুর ওপরেই। আর এই সিদ্ধান্তের মর্যাদাই হয়তো দিতে উন্মুখ এই স্প্যানিশ কোচ। কলকাতার ম্যাচে একটা পোস্টার খুবই নজর কেড়েছে। প্যারিসে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে ফরাসীদের পাশে আছি স্লোগানের সঙ্গে হাবাস তুমি এগিয়ে চলো, কলকাতা তোমার পাশে এই লাইনটা যথেষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক। ইংরেজিতেও এই পোস্টার ছেয়ে গিয়েছিল গ্যালারি। নিশ্চিতভাবে চোখে পড়েছে হাবাসেরও। এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে ক কথার মানুষ হাবাস এই স্লোগানের জিস্ট বা ভাবার্থ বুঝে নিজেকে আরও সংকল্পবদ্ধ করে তুলছেন। যদিও এই মুহূর্তে তার 'পাখির চোখ' যে কী সেটা না দেখে না বুঝে বা না শুনেও বলে দেওয়া যায়। তা হল আগামী তিনটি ম্যাচ থেকে মহামূল্যবান ৪-৫টি পয়েন্ট ঘরে তোলা। এই সময় অ্যাটেলেটিকোর পয়েন্ট ১৭। পাঁচ পয়েন্ট ঘরে ঢুকলে হবে ২২। যা এটিকের পক্ষে আগামী রাউন্ড বা সেফিফাইনালে যাওয়ার পথে জীয়নকাঠি হবে নিশ্চিতরূপেই।

বাংলা ক্রিকেটের নয়া মুখ সুদীপ চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা দল থেকে লক্ষ্মীরতন শুক্লার বাদ যাওয়ার পর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে দুহাতে এগিয়ে এসেছেন নয়া আবিষ্কার সুদীপ চ্যাটার্জি। রঞ্জি ট্রফিতে এ মরসুমে চতুর্থ শতরান করে জাতীয় নির্বাচকদের নজর কাড়লেন বাংলার সুদীপ চ্যাটার্জি। কর্নাটক, দিল্লি, বিদর্ভের পর মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফের শতরান করলেন বাংলার এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ব্যাট হাতে সাবলীল ছিলেন সুদীপ। ৩১১টি বল খেলে ১৯টি চারের সাহায্যে ১৪৭ রান করেন তিনি। সুদীপ এবারের রঞ্জি মরসুমে নিজের সর্বোচ্চ রানই করলেন না, দলকেও বড় রানের পথ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এই শতরানের ফলে এবারের রঞ্জি ট্রফিতে ৬৫৩ রান করে ফেললেন বাংলার এই ব্যাটসম্যান। পাশাপাশি জোরদার করলেন ভারতীয় এ দলের খেলার সম্ভাবনা। সুদীপ তার কাজটা করে চলেছে, এখন দেখার নির্বাচকরা কী করেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাফল্যের পর এখন ভারতীয় দলে বাঙালি প্রতিনিধি বলতে ঋদ্ধিমান সাহা। কে বলতে পারে আগামী দিনে জাতীয় দলের অন্যতম তারকা হয়ে উঠলেন সুদীপ।

জেগে উঠলেন নাদাল

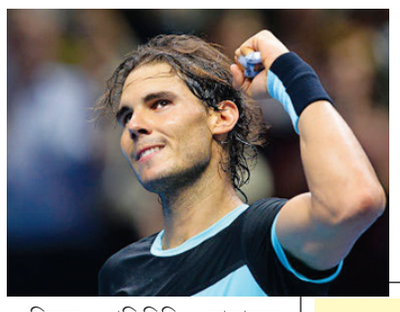

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাফায়েল নাদালের প্রত্যাবর্তন। একের পর এক হার, চোটে কোণঠাসা নাদাল দারুণ জয় পেলেন। পেশাদার টেনিসে বছরের সেরা আট খেলোয়াড়কে নিয়ে আয়োজিত মর্যাদা এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালের গ্রুপ লিগের ম্যাচে নাদাল হারালেন মারেকে। বিশ্বের দু নম্বরে থাকা মারেকে স্ট্রেট সেটে ৬-৪,৬-১ হারালেন বিশ্বের পাঁচ নম্বর নাদাল। এই জয়ের ফলে সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করলেন স্পেনের এই মহাতারকা খেলোয়াড়।

শেষ চারে ওঠা অনিশ্চিত হয়ে গেল মারের। লন্ডনের O2 এরিনায় হওয়া ইন্ডোর ম্যাচে ফেভারিট হয়েই নেমেছিলেন মারে। কিন্তু নাদাল সবাইকে চমকে দেন। অন্য গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে ওঠা কার্যত নিশ্চিত রজার ফেডেরারের। হয়তো সেমিতে উঠছেন নোভাক জকোভিচও। সব হিসেব উল্টে প্রতিযোগিতা জমিয়ে দিলেন নাদাল। জন ম্যাকেনরো, জিমি কোর্নস, ইভান লেন্ডলদের পর টেনিস বিশ্বে ফেডেরার, জকোভিচ এবং রাফায়েল নাদাল সেরা ত্রয়ী হয়ে উঠেছিলেন বেশ কিছু সময়ের জন্য। সেই ঝলক যেন ফের দেখা যাচ্ছে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

চন্দননগরে পুজো পরিক্রমা

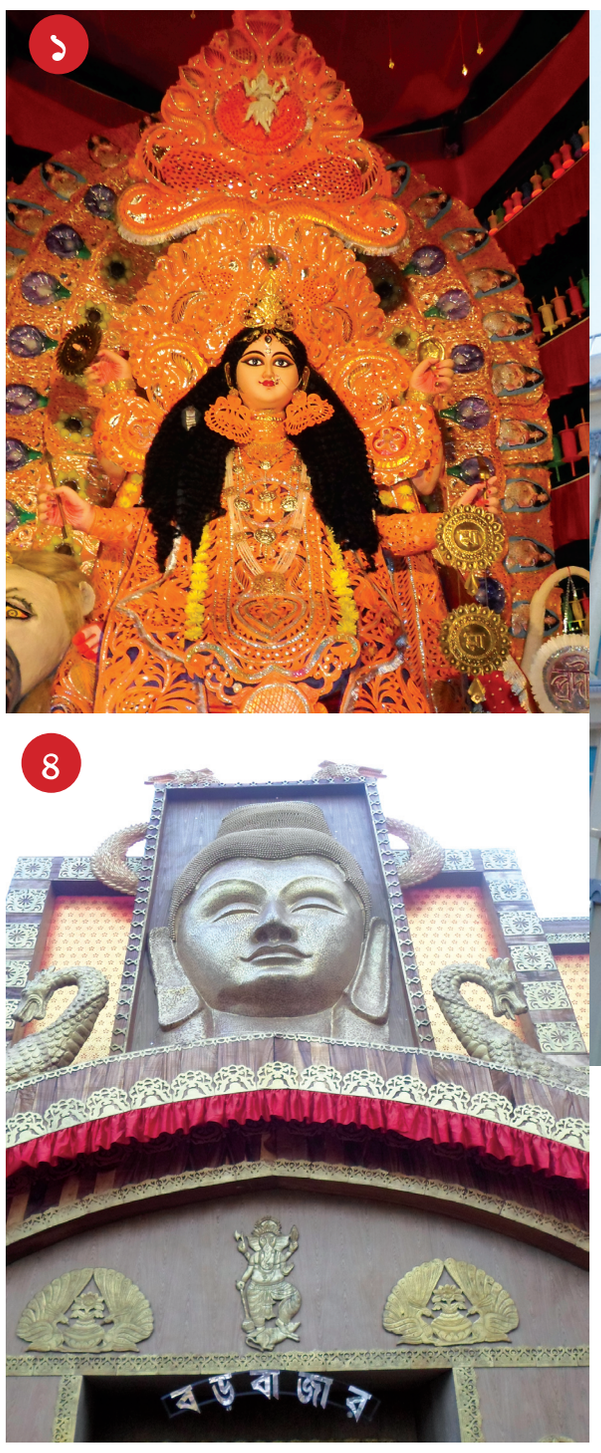

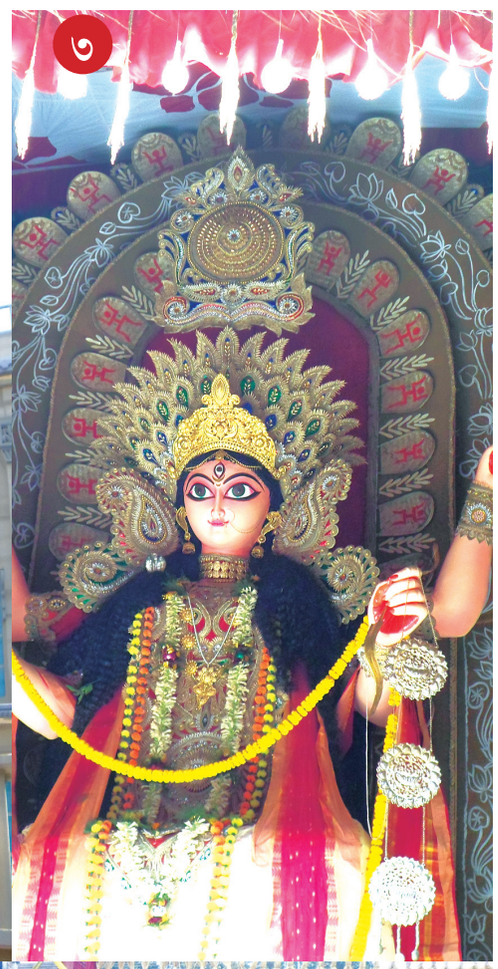

১ : প্রদীপ সংঘের প্রতিমা, ২ : গোটা হোয়াইট হাউস তুলে ধরেছে ভদ্রেশ্বর মহাবীর সংঘ, ৩ : লক্ষ্মীপ্রতিমার আদলে শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী। তেলিনীপাড়া কালীতলা বারোয়ারির মন্ডপে, ৪ : বড়বাজারের পুজোমন্ডপ, ৫ : চন্দননগরের জগন্ময়ী গৌরব ২০১৫-র আলিপুর বার্তার বিচারক মন্ডলী সুরের পুকুর পুজোমন্ডপ পরিদর্শনে, ৬ : বাগবাজারের মা জগদ্ধাত্রী, ৭ : নতুন পাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির এবারের থিম ছৌনাচে রামায়ণ। **ছবি : প্রিয়ম গুহ**

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সুভাষগ্রামে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বসত বাড়ি সংলগ্ন জগদ্ধাত্রী পুজো।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com